অষ্টাবিংশতি অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

পূর্ব অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত জ্ঞানযোগের পদ্ধতি এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি সৃষ্টবস্তুই প্রকৃতির ত্রিগুণ সম্ভূত জড় উৎপাদন, আর তা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সর্বোপরি অবাস্তব। প্রকৃতপক্ষে, এই পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় এবং কার্যকে আমরা যে 'ভাল' এবং 'মন্দ' বলে অভিহিত করি, এ সবই বাহ্যিক। এ জগতের কোন কিছুকে প্রশংসা বা নিন্দা করা বর্জন করাই শ্রেয়, কেননা তার মাধ্যমে জীবের জড়ের সঙ্গে আরও জড়িয়ে পড়া, আর জীবনের পারমার্থিক উচ্চতর লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত হওয়াই সম্ভব। অভিব্যক্ত উপাদানের অস্তিত্ব এবং কারণের উৎস হচ্ছে জড় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুর মধ্যে লুক্কায়িত চিন্ময় আত্মা। সব কিছুকে এই হিসাবে দর্শন করে এই জগতে আমাদের অনাসক্ত ভাব নিয়ে বিচরণ করা উচিত।

যতক্ষণ পর্যন্ত জড় সম্ভূত দৈহিক ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বাস্তব আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকবে, ততক্ষণই তার ভ্রান্ত চেতনা বর্তমান থাকবে। জড় বদ্ধ দশা অবাস্তব হলেও যাদের বিচার বোধের অভাব, তারা ইন্দ্রিয় তর্পণে মগ্ন থাকার জন্য জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে। জড় জীবনের বিভিন্ন স্তর, যেমন—জন্ম, মৃত্যু, সুখ এবং দুঃখ—জড় মিথ্যা অহংকারই তা ভোগ করে থাকে, আত্মা কিন্তু এইসব ভোগ করে না। আত্মা এবং তার বিপরীত জড় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখার মাধ্যমে আমরা এই মিথ্যা পরিচিতির বিলোপ সাধন করতে পারি।

এই জগতের প্রারম্ভে এবং শেষে একজন একক পরম সত্য বর্তমান। দৃশ্যমান প্রপঞ্চের মাঝখানে, অর্থাৎ এর পালনের পর্যায়টিও সেই পরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পরম ব্রহ্ম ইতিবাচকভাবে প্রকাশ এবং নেতিবাচকভাবে তার অবলুপ্তি, উভয় অবস্থাতেই সর্বত্র বর্তমান। স্বয়ং সম্পূর্ণতাহেতু ব্রহ্ম অতুলনীয়, আর ব্রহ্মের প্রকাশ এই জগৎটি হচ্ছে জড় রজোগুণ সম্ভূত।

সৎগুরুর কৃপায় আমরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করে, জড় দেহ আর তার বিস্তৃত অংশের অচিৎ স্বভাব উপলব্ধি করতে পারি। জড় ইন্দ্রিয় তর্পণে রত হওয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমরা আত্মানন্দে সন্তুষ্ট হতে পারি। সূর্য যেমন মেঘের আসা এবং যাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনই বিচক্ষণ মুক্ত আত্মা ইন্দ্রিয়ের বিভা-

কলাপের দ্বারা অবিচলিত থাকেন। তা সত্ত্বেও, পরমেশ্বরের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিযোগে, যথাযথভাবে ভগবৎ সেবায় অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের যত্ন সহকারে জড় ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলা উচিত। প্রগতিশীল ভক্ত বিভিন্ন বিঘ্নের দ্বারা পতিত হলেও তিনি এই জন্মের ভক্তিযোগের জন্য যা কিছু অগ্রগতি ইতিমধ্যে লাভ করেন, পরজন্মে তা থেকেই এই অনুশীলন পুনরায় চলতে থাকবে। তিনি আর কখনও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মুক্ত ব্যক্তি, কোনও অবস্থাতেই জড় ইন্দ্রিয় তর্পণের মাধ্যমে তথাকথিত ভোগ অন্বেষণ করবেন না। তিনি জানেন যে, আত্মা অপরিবর্তনীয়, আর শুদ্ধ আত্মার উপর আরোপিত অন্য যেকোন বিরুদ্ধ ধারণাই নিছক মায়া। পারমার্থিক অনুশীলনের অপরিণত পর্যায়ে ভক্ত যদি দৈহিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত বা কোনভাবে বিঘ্নিত হন, তবে সেই সমস্যা দূর করার জন্য তাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাম বাসনা এবং মনের অন্যান্য শত্রুদের জন্য অনুমোদিত উপশম হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নামের ধ্যান এবং উচ্চ সংকীর্তন। মিথ্যা অহংকাররূপ ব্যাধির নিরাময় পদ্ধতি হচ্ছে পরমেশ্বরের শুদ্ধ ভক্তদের সেবা সম্পাদন করা।

যোগাভ্যাসের মাধ্যমে কোন কোন অভক্ত তাদের দৈহিক তারুণ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখেন, এমনকি তাঁরা দীর্ঘজীবী হওয়ার অলৌকিক সিদ্ধিও প্রাপ্ত হতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত প্রাপ্তি আসলে নিরর্থক, কেননা সেগুলি হচ্ছে কেবলই জড় দৈহিক সিদ্ধি। সেই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই ধরনের পদ্ধতির প্রতি আগ্রহী নন। বরং পরমেশ্বরের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে উন্নতিকামী ভক্ত, ভগবানের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে নিজেকে সমস্ত অনর্থ থেকে মুক্ত করে পারমার্থিক জীবনের পূর্ণ আনন্দ, পরম সিদ্ধি লাভের শক্তি প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **পর**—অন্য কারও; **স্বভাব**—স্বভাব; **কর্মাণি**—এবং কার্য; **ন প্রশংসেৎ**—প্রশংসা করা উচিত নয়; **ন গর্হয়েৎ**—উপহাস করা উচিত নয়; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **এক-আত্মকম্**—এক সত্যভিত্তিক; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **প্রকৃত্যা**—প্রকৃতিসহ; **পুরুষেণ**—ভোক্তা আত্মার দ্বারা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—অন্য ব্যক্তিদের বদ্ধ স্বভাব এবং কার্যকলাপের প্রশংসা অথবা উপহাস কোনটিই করা উচিত নয়। বরং, এই জগৎকে আমাদের কেবল এক পরম সত্যভিত্তিক জড়া প্রকৃতি এবং ভোগী আত্মার সমন্বয় হিসাবে দর্শন করা উচিত।

তাৎপর্য

জড় পরিস্থিতি এবং কার্যকলাপ প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকরূপে প্রতিভাত হয়। এই গুণগুলি উৎপন্ন হয় ভগবানের মায়াশক্তি থেকে, যিনি হচ্ছেন তাঁর প্রভু, পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবদ্ভক্ত জড়া প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী মায়াময় প্রকাশ থেকে পৃথক থাকেন। একই সঙ্গে, প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জড়া প্রকৃতিকে তিনি ভগবানের শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি শিশু এক পিণ্ড কর্দমকে ব্যাঘ্র, মনুষ্য অথবা গৃহরূপে বিভিন্ন খেলনায় পরিণত করতে পারে। কর্দম পিণ্ডটি বাস্তব, কিন্তু তা যে সকল ক্ষণস্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে, সেগুলি হচ্ছে মায়াময়, সেগুলি বাস্তবে ব্যাঘ্র, মনুষ্য বা গৃহ, কোনটিই নয়। তেমনই, সমগ্র দৃশ্যমান প্রপঞ্চ হচ্ছে পরমেশ্বরের হস্তস্থিত কর্দমপিণ্ডের মতো, যিনি মায়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী চমকপ্রদ রূপের সৃষ্টি করেন। এই সমস্ত রূপের প্রতি পরমেশ্বর ভগবানের অভক্তদের মন নিবিষ্ট হয়।

শ্লোক ২

পরস্বভাবকর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি ।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥ ২ ॥

পর—অন্যের; **স্বভাব**—ব্যক্তিত্ব; **কর্মাণি**—এবং কর্ম; **যঃ**—যে; **প্রশংসতি**—প্রশংসা করে; **নিন্দতি**—নিন্দা করে; **সঃ**—সে; **আশু**—সত্বর; **ভ্রশ্যতে**—পতিত হয়; **স্বার্থাৎ**—নিজ স্বার্থ থেকে; **অসতি**—অবাস্তবে; **অভিনিবেশতঃ**—জড়িয়ে পড়ার ফলে।

অনুবাদ

যে কেউ অন্যের গুণাবলী এবং ব্যবহারের প্রশংসা অথবা নিন্দা করবে, মায়াময় দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার ফলে সে অবশ্যই খুব শীঘ্র নিজের পরম স্বার্থ থেকে বিচ্যুত হবে।

তাৎপর্য

বদ্ধজীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায়, তাই সে তখন অন্য বদ্ধজীবকে নিকৃষ্ট ভেবে উপহাস করে, তেমনই, উৎকৃষ্টতর জড়বাদীকে অন্যেরা প্রশংসা করে,

যাতে তারা সেই উৎকৃষ্ট পদের অধিকারী হতে পারে, আর তার ফলে অন্যদের উপর আধিপত্য করতে পারবে। অন্যান্য জড়বাদী লোকদেরকে প্রশংসা বা নিন্দা করা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য জীবের প্রতি হিংসা-প্রসূত, আর তার ফলে সে তার প্রকৃত স্বার্থ, কৃষ্ণভক্তির পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়।

অসতি-অভিনিবেশতঃ "ক্ষণস্থায়ী বা অবাস্তব বস্তুতে অভিনিবেশ হেতু" শব্দগুলি সূচিত করে যে, জাগতিক দ্বন্দ্বভাব অবলম্বন করে অন্য জড়বাদী লোকদেরকে প্রশংসা বা নিন্দা করা উচিত নয়। তদপেক্ষা, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের প্রশংসা করা এবং অভক্ত হওয়ার কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাবের প্রতি উপহাস করা উচিত। উচ্চ পর্যায়ের জড়বাদীকে ভাল ভেবে আমরা যেন নিম্ন পর্যায়ের জড়বাদীদের উপহাস না করি। অন্যভাবে বলা যায়, আমাদেরকে জড় এবং চিন্ময়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে, আর জড় স্তরের ভাল এবং মন্দে মগ্ন হওয়া যাবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন সৎ নাগরিক সাধারণ মুক্ত জীবন এবং সংশোধনাগারের মধ্যে পার্থক্য দেখেন। পক্ষান্তরে, মূর্খ কয়েদী সুবিধাজনক এবং অসুবিধাজনক কয়েদ কক্ষের মধ্যে পার্থক্য দেখে থাকে। মুক্ত নাগরিকের জন্য যেমন কয়েদখানার যে কোন পরিস্থিতিই গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনই মুক্ত কৃষ্ণভক্তের জন্য জাগতিক কোনও অবস্থাই মনঃপুত নয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, জাগতিক পার্থক্য অনুসারে বদ্ধজীবকে পৃথক করার চেষ্টা করা অপেক্ষা, সকলকে একত্রিত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনে ভগবানের পবিত্র নাম সংকীর্তন, জপ, এবং প্রচার করানো ভাল। অভক্তরা বা হিংসুক কনিষ্ঠ ভক্ত, ভগবৎ প্রেমের পর্যায়ে এনে সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রতি আগ্রহী নয়। তার পরিবর্তে সে তাদেরকে সাম্যবাদী, পুঁজিবাদী, কালো, সাদা, ধনী, দরিদ্র, উদার, সংরক্ষণশীল ইত্যাদি জাগতিক পার্থক্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে অনর্থক পৃথক করে। জড় জীবন হচ্ছে সর্বদা অপূর্ণ, অবশেষে তা অজ্ঞতা আর হতাশায় পূর্ণ। অজ্ঞতার উচ্চ এবং নিম্ন দিক নিয়ে তাদের উপহাস বা প্রশংসা করা অপেক্ষা, আমাদের উচিত কৃষ্ণভাবনায় সৎ, চিৎ ও আনন্দময় দিব্যস্তরে মগ্ন হওয়া।

শ্লোক ৩

তৈজসে নিদ্রয়াপন্নে পিণ্ডস্থো নষ্টচেতনঃ ।
মায়াং প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বা তদ্বন্নানার্থদৃক্ পুমান্ ॥ ৩ ॥

তৈজসে—রাজসিক অহংকার সম্ভূত ইন্দ্রিয়সকল; **নিদ্রয়া**—নিদ্রার দ্বারা; **আপন্নে**—অতিক্রান্ত হয়; **পিণ্ড**—ভৌতিক দেহ-কক্ষে; **স্থঃ**—অবস্থিত (আত্মা); **নষ্টচেতনঃ**—অচৈতন্য; **মায়াম্**—স্বপ্নময় মায়া; **প্রাপ্নোতি**—অনুভব করে; **মৃত্যুম্**—মৃত্যুর মতো গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন; **বা**—বা; **তদ্বৎ**—তেমনই; **নানা-অর্থ**—জড় বৈচিত্র্য অনুসারে; **দৃক্**—দ্রষ্টা; **পুমান্**—মানুষ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়গুলি স্বপ্নময় মায়া বা মৃত্যুবৎ গভীর নিদ্রাগ্রস্ত হলে দেহধারী জীবাত্মা যেমন বাহ্য চেতনা হারায়, তেমনই জড়দ্বন্দ্বে অভিনিবেশকারী ব্যক্তি মায়ার প্রভাবে মৃতের মতো অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

রাজসিক অহংকার থেকে উদ্ভূত বলে জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে এখানে *তৈজস* বলে অভিহিত করা হয়েছে। মিথ্যা অহংকারের তাড়নায় মানুষ পরমেশ্বর ভগবানকে বাদ দিয়ে জড় জগতের উপর আধিপত্য করে তার সম্পদ ভোগ করার জন্য পরিকল্পনা করে। আধুনিক নাস্তিক বৈজ্ঞানিকরা কল্পনার ছবি আঁকতে শুরু করেছে যে, তারা নিজেরাই প্রকৃতির বিঘ্নগুলিকে জয় করে মহাবীরের মতো অনিবার্য সর্বজ্ঞতার দিকে এগিয়ে যাবে। প্রকৃতির বিধানের বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়ার জন্য তাদের একগুঁয়ে, অজ্ঞেয়বাদী সভ্যতা, বিশ্বযুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর প্রাপঞ্চিক অবস্থার ভয়ানক পরিবর্তনের দ্বারা বার বার বিনাশ হওয়ার ফলে এই সমস্ত স্বপ্নশীল জড়বাদীরা বার বার স্তম্ভিত হয়েছে।

আরও সরল স্তরে সমস্ত বদ্ধজীব যৌন আকর্ষণের দ্বারা আবদ্ধ হয়, আর এইভাবে জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং তথাকথিত প্রেমের মায়ায় আবদ্ধ হয়। তারা নিজেদেরকে জড়া প্রকৃতির অপূর্ব ভোক্তা বলে কল্পনা করে, কিন্তু বশ করা হিংস্র পশু যেমন অকস্মাৎ তার প্রভুর প্রতি চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে, তেমনই প্রকৃতি তাদের উপর বিরূপ হয়ে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে থাকে।

শ্লোক ৪

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ৪ ॥

কিম্—কী; **ভদ্রম্**—ভাল; **কিম্**—কী; **অভদ্রম্**—মন্দ; **বা**—বা; **দ্বৈতস্য**—এই দ্বন্দ্বের; **অবস্তুনঃ**—অবাস্তব; **কিয়ৎ**—কতটা; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **উদিতম্**—উৎপন্ন; **তৎ**—সেই; **অনৃতম্**—মিথ্যা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **ধ্যাতম্**—চিন্তিত; **এব**—বস্তুত; **চ**—এবং।

অনুবাদ

জড় বাক্যের দ্বারা যা উক্ত হয় বা জড় মনের দ্বারা যা চিন্তা করা হয়, তা পরম সত্য নয়। তা হলে এই দ্বন্দ্বময় অবাস্তব জগতে কোনটি যথার্থ ভাল বা মন্দ, আর এইগুলি কতটা ভাল বা মন্দ তা কীভাবে পরিমাপ করা যাবে?

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর থেকে সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়, যিনি সমস্ত কিছুকে পালন করেন, এবং যাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু বিলীন হয়ে বিশ্রাম করে, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত সত্য। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে পরম সত্যের প্রতিবিম্ব, আর সেই জড়া প্রকৃতির গুণের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য বৈচিত্রের জড় বস্তু উৎপন্ন হয়ে সেগুলি ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র সত্য বলে প্রতিভাত হয়। বদ্ধজীবকে মায়া পরম সত্য থেকে বিপথে চালিত করে তার মনকে জড় বস্তুর চমকপ্রদ অভিব্যক্তির প্রতি নিমগ্ন করে। এই মায়া অবশ্য চরমে পরম সত্য থেকে অভিন্ন, কেননা তা পরম সত্য থেকেই উৎপন্ন। ভগবান থেকে পৃথকভাবে ভাল বা মন্দের বিচার হচ্ছে ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের অভিজ্ঞতার মতো। ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার স্বপ্নই অবাস্তব। তেমনই, ভগবান থেকে আলাদাভাবে জড় ভাল অথবা মন্দের কোনও স্থায়ী অস্তিত্ব নেই।

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রতিটি জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই তাঁর আদেশ পালন করা হচ্ছে ভাল, পক্ষান্তরে তাঁর আদেশ অমান্য করা খারাপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক আদর্শ সামাজিক এবং পেশা ভিত্তিক পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন, যাকে বলে বর্ণাশ্রম ধর্ম; এছাড়াও *ভগবদ্গীতা* এবং অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি বিশুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করার মাধ্যমে মনুষ্য সমাজে সামাজিক, মানসিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং পারমার্থিক সাফল্য লাভ হয়। পরমেশ্বর ভগবানের আদেশের বাইরে আমাদের মূর্খের মতো তথাকথিত কোন কল্যাণ অনুসন্ধান করা উচিত নয়। এইরূপ আদেশকে বলা হয় ভগবৎ-বিধান, সেটিই হচ্ছে ধর্মের সার বস্তু।

শ্লোক ৫

ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ ।
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্ ॥ ৫ ॥

ছায়া—ছায়া; **প্রত্যাহ্বয়**—প্রতিধ্বনিত হয়; **আভাসাঃ**—এবং মিথ্যা উপস্থিতি; **হি**—বস্তুত; **অসন্তঃ**—অস্তিত্বহীন; **অপি**—যদিও; **অর্থ**—ধারণা; **কারিণঃ**—সৃষ্টিকারী; **এবম্**—এইভাবে; **দেহ-আদয়ঃ**—দেহাদি; **ভাবাঃ**—জড় ধারণা; **যচ্ছন্তি**—দেয়; **আ-মৃত্যুতঃ**—আমৃত্যু; **ভয়ম্**—ভয়।

অনুবাদ

ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং মরিচিকা প্রকৃত বস্তুর মায়াময় প্রতিচ্ছবি হলেও এই অনুরূপ প্রতিচ্ছবি অর্থযুক্ত এবং ধারণাযোগ্য অনুভূতির সৃষ্টি করে। একইভাবে বদ্ধজীব জড় দেহ, মন এবং অহংকারের মাধ্যমে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করার ফলে তা তার মধ্যে আমৃত্যু ভয়ের উদ্রেক করে।

তাৎপর্য

ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং মরিচিকা প্রকৃত বস্তুর প্রতিচ্ছবি হলেও, অনর্থক সেগুলিকে বাস্তব ভেবে মানুষের মনে প্রচণ্ড ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়। একইভাবে, বদ্ধজীব ভয়, কাম-বাসনা, ক্রোধ এবং আশার আবেগ প্রাপ্ত হয়, কেননা সে নিজেকে মায়াময় জড় দেহ, মন এবং মিথ্যা অহংকারের সমন্বয় বলে মনে করে। ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, মায়াময় উপাদানও প্রচণ্ড আবেগময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। চরমে আমাদের আবেগ নিত্যসত্য, পরমেশ্বর ভগবানে একাগ্রীভূত হওয়া উচিত। ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে ভয় চিরতরে বিদূরীত হয়। তখন আমরা মুক্ত জীবনের শুদ্ধ আবেগ উপভোগ করতে পারি।

শ্লোক ৬-৭

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ॥ ৬ ॥
তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ ।
নিরূপিতেঽয়ং ত্রিবিধা নির্মূলা ভাতিরাত্মনি ।
ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্ ॥ ৭ ॥

আত্মা—পরমাত্মা; **এব**—একা; **তৎ ইদম্**—এই; **বিশ্বম্**—জগৎ; **সৃজ্যতে**—সৃষ্ট; **সৃজতি**—এবং সৃষ্টি করে; **প্রভুঃ**—পরমেশ্বর; **ত্রায়তে**—সুরক্ষিত; **ত্রাতি**—রক্ষা করে; **বিশ্ব-আত্মা**—সমস্ত কিছুর আত্মা; **হ্রিয়তে**—সম্বরণ করেন; **হরতী**—হরণ করেন; **ঈশ্বরঃ**—পরম ঈশ্বর; **তস্মাৎ**—তাঁর চাইতে; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **আত্মনঃ**—আত্মা অপেক্ষা; **অন্যস্মাৎ**—পৃথক; **অন্যঃ**—অন্য; **ভাবঃ**—সত্ত্বা; **নিরূপিতঃ**—নির্ধারিত; **নিরূপিতে**—প্রতিষ্ঠিত; **অয়ম্**—এই; **ত্রিবিধা**—ত্রিবিধ; **নির্মূলা**—ভিত্তিহীন; **ভাতিঃ**—মনে হয়; **আত্মনি**—পরমাত্মার মধ্যে; **ইদম্**—এই; **গুণ ময়ম্**—প্রকৃতির গুণ সমন্বিত; **বিদ্ধি**—তুমি জানবে; **ত্রিবিধম্**—ত্রিবিধ; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **কৃতম্**—সৃষ্ট।

অনুবাদ

পরমাত্মাই কেবল এই জগতের অন্তিম নিয়ামক এবং স্রষ্টা, আবার তিনি একাই সৃষ্ট। তেমনই, সর্বাত্মা স্বয়ং পালন করেন এবং পালিত হন, প্রত্যাহার করেন এবং প্রত্যাহৃত হন। পরমাত্মা, যিনি প্রতিটি বস্তু এবং ব্যক্তি থেকে পৃথক, অন্য কেউ নিজেকে যথাযথরূপে পৃথকভাবে নির্ধারণ করতে পারে না। তাঁর মধ্যে ত্রিবিধ জড়া প্রকৃতির উদ্ভব রূপে যা অনুভূত হয় তা ভিত্তিহীন। বরং, তোমার বোঝা উচিত যে, ত্রিগুণ সমন্বিত এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে কেবলই তাঁর মায়াশক্তি সম্ভূত।

তাৎপর্য

পরম সত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বিস্তার করে ভৌতিক প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। সূর্য এবং তার কিরণের মতো ভগবান আর তাঁর বিস্তৃত শক্তি একই সঙ্গে এক এবং ভিন্ন। বদ্ধজীবের জড় দ্বন্দ্ব প্রকৃতির গুণভিত্তিক বলে মনে হলেও সমগ্র জড় অভিব্যক্তি হচ্ছে বাস্তবে ভগবান থেকে অভিন্ন, আর তা সর্বোপরি চিন্ময় প্রকৃতির। প্রকৃতির গুণগুলি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু, দেবতা, মনুষ্য, পশু, বন্ধু, শত্রু ইত্যাদির সৃষ্টি করে। কিন্তু বাস্তবে সব কিছুই হচ্ছে পরমেশ্বরের শক্তির বিস্তার মাত্র।

বদ্ধ জীবেরা মূর্খের মতো জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবান স্বয়ং হচ্ছেন সেই প্রকৃতি থেকে অভিন্ন এবং তার যথার্থ স্বত্তাধিকারী। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু স্থানে মাকড়সা তার নিজের মুখ থেকে জালের সূতো বিস্তার করছে এবং তা গুটিয়ে নিচ্ছে, সেই উদাহরণ প্রদান করা হয়েছে। তেমনই, ভগবান তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা জড় জগৎ প্রকাশ করেন, পালন করেন এবং কালক্রমে নিজের মধ্যে তা প্রত্যাহার করে নেন। পরমেশ্বর ভগবান অতুলনীয়, প্রত্যেকের এবং প্রতিটি বস্তুর ঊর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও একাধারে এবং অচিন্ত্যভাবে তিনি প্রতিটি বস্তু থেকে অভিন্ন। সুতরাং সৃষ্টির সময় স্বয়ং ভগবানই অভিব্যক্ত করেন, পালিত ভগবান স্বয়ং পালন করেন, আর প্রলয়ের সময় স্বয়ং ভগবানই প্রত্যাহৃত হন।

ভগবান তাঁর চিন্ময় ধাম এবং জড় সৃষ্টি থেকে অভিন্ন হলেও জড় অভিব্যক্তি অপেক্ষা তাঁর চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠ সর্বদাই উৎকৃষ্ট। জড় এবং চিন্ময়, উভয় শক্তিই ভগবানের, তা সত্ত্বেও চিন্ময় শক্তি থেকে নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময় রূপ উৎপন্ন হয়, পক্ষান্তরে জড়া প্রকৃতি থেকে অজ্ঞতা এবং হতাশাপূর্ণ বস্তুই উৎপন্ন হয় যা বদ্ধজীবেরা ভোগ করতে অভিলাষী। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং হচ্ছেন সর্ব আনন্দের আধার, আর তাই তিনি তাঁর ভক্তদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ভগবান

আমাদের পূর্ণ আনন্দ দান করতে পারেন না, এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যখন আমরা তাঁকে জড়া প্রকৃতির গুণ সৃষ্ট বলে ভুল বুঝি। ফলস্বরূপ, আমরা মায়ার ভয়ঙ্কর আলিঙ্গনের মধ্যে মিথ্যা সুখের অন্বেষণ করি, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হই।

শ্লোক ৮

এতদ্বিদ্বান্ মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণম্ ।
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্যবৎ ॥ ৮ ॥

এতৎ—এই; **বিদ্বান্**—বিদ্বান; **মৎ**—আমার দ্বারা; **উদিতম্**—বর্ণিত; **জ্ঞান**—জ্ঞানে; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধি; **নৈপুণম্**—নিবিষ্ট পর্যায়; **ন নিন্দতি**—নিন্দা করে না; **ন চ**—অথবা নয়; **স্তৌতি**—প্রশংসা করে; **লোকে**—এই জগতে; **চরতি**—বিচরণ করে; **সূর্যবৎ**—সূর্যের মতো।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি এখানে আমার দ্বারা বর্ণিত শাস্ত্র জ্ঞান এবং উপলব্ধ জ্ঞানে দৃঢ়প্রত্যয়ে অধিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, সে জাগতিকভাবে কারও নিন্দা বা প্রশংসা কোনটিই করে না।

তাৎপর্য

প্রতিটি জীব পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত, তাই তারা উপলব্ধ জ্ঞানে পূর্ণ। কিন্তু যখন কেউ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য জাগতিক ভাল-মন্দের নিন্দা বা স্তুতি করতে আসক্ত হয়, তখন তার নিপুণ ভগবৎ জ্ঞান আবৃত হয়ে যায়। শুদ্ধভক্তের ক্ষেত্রে জড় মায়ার যে কোন ব্যাপারকেই প্রেম বা বিদ্বেষ, কোনটিই করা উচিত নয়; বরং তাঁর উচিত যথার্থ গুরুদেবের তত্ত্বাবধান অনুসরণ করে কৃষ্ণসেবার জন্য যা কিছু অনুকূল তা গ্রহণ করা আর প্রতিকূল সব কিছু বর্জন করা।

শ্লোক ৯

প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা ।
আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষেণ—প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা; **অনুমানেন**—অবরোহ পন্থায়; **নিগমেন**—শাস্ত্র উক্তির দ্বারা; **আত্ম সংবিদা**—এবং নিজ উপলব্ধির দ্বারা, **আদি-অন্ত-বৎ**—আদি এবং অন্ত সমন্বিত; **অসৎ**—অসত্য; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **নিঃসঙ্গঃ**—আসক্তি মুক্ত; **বিচরেৎ**—বিচরণ করা উচিত; **ইহ**—এই জগতে।

অনুবাদ

প্রত্যক্ষ অনুভূতি, অবরোহ পন্থা, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে তাকে জানতে হবে যে, এই জগতের আদি এবং অন্ত রয়েছে, আর তাই তা চরমে বাস্তব নয়। তাই তাকে এই জগতে আসক্তি মুক্ত হয়ে চলতে হবে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে, দুটি প্রধান জাগতিক দ্বন্দ্ব বর্তমান। প্রথম দ্বন্দ্ব হচ্ছে মানুষ জাগতিক ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, ধনী-দরিদ্র ইত্যাদি দর্শন করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সারা জড় জগৎটিকে সে পরমেশ্বর ভগবান থেকে পৃথক অথবা স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করে। বৈপরীত্যের প্রথম দ্বন্দ্ব কালের প্রভাবে বিনাশশীল এবং পৃথকত্বসূচক, দ্বিতীয় দ্বন্দ্বটি হচ্ছে মতিভ্রম মাত্র। যিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন যে, এই জগৎটি হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী এবং মায়াময়, তিনি আসক্তিমুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে বিচরণ করেন। সমস্ত প্রকার ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত থাকলেও এই ধরনের ব্যক্তি কখনও জড়িয়ে না পড়ে দিব্য চেতনায় আনন্দময় এবং সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্লোক ১০

শ্রীউদ্ধব উবাচ

নৈবাত্মনো ন দেহস্য সংসৃতির্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ।
অনাত্মস্বদৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে ॥ ১০ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **ন**—নেই; **এব**—বস্তুত; **আত্মনঃ**—নিজের; **ন**—অথবা নয়; **দেহস্য**—দেহের; **সংসৃতিঃ**—জড় অস্তিত্ব; **দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ**—দর্শকের বা দৃশ্যের; **অনাত্ম**—অচিৎ বস্তুর; **স্বদৃশোঃ**—অথবা সহজাত জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির; **ঈশ**—হে ভগবান; **কস্য**—কার; **স্যাৎ**—হতে পারে; **উপলভ্যতে**—উপলব্ধ।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে ভগবান, দর্শক আত্মা অথবা দৃশ্যবস্তু দেহ, কারও পক্ষেই এই জড় অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব নয়। এক দিকে আত্মা হচ্ছে সহজাতভাবে যথার্থ জ্ঞান সমৃদ্ধ, আর অপরদিকে দেহটি চেতন নয়। তাহলে জড় অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা কার উপর বর্তাবে?

তাৎপর্য

জীব হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা, সহজাতভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং আনন্দপূর্ণ, আর জড় দেহ হচ্ছে জ্ঞান অথবা ব্যক্তিগত চেতনাহীন, জৈবরাসায়নিক যন্ত্র, তা হলে প্রকৃতপক্ষে এই জড় অস্তিত্বের অজ্ঞতা এবং উদ্বেগ কার বা কিসের দ্বারা অনুভূত

হয়? জড় জীবনের চেতন অভিজ্ঞতা অস্বীকার করা যাবে না, তাই, মায়া সংঘটনের পদ্ধতি আরও যথাযথভাবে উপলব্ধির ব্যাপারে আলোকপাত করতে, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন।

শ্লোক ১১

আত্মাব্যয়োঽগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতিরনাবৃতঃ ।
অগ্নিবদ্দারুবদচিদ্দেহঃ কস্যেহ সংসৃতিঃ ॥ ১১ ॥

আত্মা—চিন্ময় আত্মা; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **অগুণঃ**—জড় গুণাতীত; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশ; **অনাবৃতঃ**—অনাবৃত; **অগ্নিবৎ**—অগ্নির মতো; **দারুবৎ**—জ্বালানী কাষ্ঠের মতো; **অচিৎ**—নির্জীব; **দেহঃ**—জড় দেহ; **কস্য**—কিসের; **ইহ**—ইহজগতে; **সংসৃতিঃ**—জড় জীবনের অভিজ্ঞতা।

অনুবাদ

চিন্ময় আত্মা হচ্ছে অব্যয়, দিব্য, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ এবং জড়ের দ্বারা কখনও আবৃত নয়। সেটি আগুনের মতো। আর প্রাণহীন জড় দেহ হচ্ছে জ্বালানী কাষ্ঠের মতো অচেতন এবং অজ্ঞ। তা হলে এই জগতে প্রকৃতপক্ষে সংসার যাতনা কে ভোগ করে থাকে?

তাৎপর্য

এখানে *অনাবৃতঃ* এবং *অগ্নিবৎ* শব্দ দুটি গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধকার কখনও অগ্নিকে আবৃত করতে পারে না, কেননা অগ্নি হচ্ছে প্রকাশমান। তেমনই, চিন্ময় আত্মা হচ্ছে *স্বয়ং জ্যোতিঃ* অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, তাই আত্মা হচ্ছে দিব্য—সে কখনও সংসার জীবনের অন্ধকারে আবৃত হওয়ার নয়। পক্ষান্তরে, জ্বালানী কাষ্ঠের মতো জড় দেহ হচ্ছে স্বভাবতই অচেতন এবং দীপ্তিহীন। তার মধ্যে জীবনের কোনও চেতনাই নেই। আত্মা জড় জীবন থেকে দিব্য স্তরের এবং দেহ সে সম্বন্ধে চেতনও নয়, তা হলে প্রশ্ন উঠবে—আমাদের জড় অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা কীভাবে সংঘটিত হয়?

শ্লোক ১২

শ্রীভগবানুবাচ

যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণম্ ।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোঽপ্যববেকিনঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **দেহ**—দেহের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সকল; **প্রাণৈঃ**—এবং প্রাণবায়ু; **আত্মনঃ**—আত্মার; **সন্নিকর্ষণম্**—

আকর্ষণ; **সংসারঃ**—জড় অস্তিত্ব; **ফলবান্**—ফলপ্রদ; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **অপার্থঃ**—অনর্থক; **অপি**—যদিও; **অবিবেকিনঃ**—অবিবেকী লোকেদের জন্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—মূর্খ জীবাত্মা যতদিন পর্যন্ত তার জড় দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণবায়ুর প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, চরমে অর্থহীন হলেও, ততদিনই তার সংসার-জীবন বর্ধিত হতে থাকবে।

তাৎপর্য

এখানে *সন্নিকর্ষম্* শব্দটি সূচিত করে যে, এটিই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ব্যবস্থাপনা মনে করে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা স্বেচ্ছায় নিজেকে জড় দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করে। নিজের দেহধারী অবস্থাকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত না করলে, আসলে পরিস্থিতিটি হচ্ছে *অপার্থ,* অর্থহীন। সেই সময় তার দেহের সঙ্গে নয়, প্রকৃত সম্পর্ক থাকা উচিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, কেননা সেই অবস্থাটি তার উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রমাত্র।

শ্লোক ১৩

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে ।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ১৩ ॥

অর্থে—প্রকৃত কারণ; **হি**—অবশ্যই; **অবিদ্যমানে**—অবস্থিত নয়; **অপি**—যদিও; **সংসৃতিঃ**—জড় অস্তিত্বগ্রস্ত দশা; **ন**—না; **নিবর্ততে**—নিবৃত্ত হয়; **ধ্যায়তঃ**—ধ্যান করে; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু; **অস্য**—জীব সত্তার; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **অনর্থ**—অসুবিধার; **আগমঃ**—আগমন; **যথা**—মতো।

অনুবাদ

বাস্তবে, জীব হচ্ছে জড় অস্তিত্বের উর্ধ্বে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্যের মনোভাবহেতু তার সংসারবদ্ধ দশা নিবৃত্ত হয় না, আর স্বপ্ন দেখার মতো সে তখন সমস্ত প্রকারের অসুবিধার দ্বারা আক্রান্ত হয়।

তাৎপর্য

এই একই শ্লোক এবং এই ধরনেরই শ্লোক রয়েছে *শ্রীমদ্ভাগবতে,* সেগুলি হচ্ছে তৃতীয় স্কন্ধের সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক; চতুর্থ স্কন্ধের ঊনত্রিংশতি অধ্যায়ের ৩৫ এবং ৭৩তম শ্লোক, আর একাদশ স্কন্ধের দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের ৫৬ তম শ্লোক।

শ্লোক ১৪

যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; হি—বস্তুত; অপ্রতিবুদ্ধস্য—অচেতন ব্যক্তির জন্য; প্রস্বাপঃ—নিদ্রা; বহু—বহু; অনর্থ—অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা; ভৃৎ—উপস্থাপন করে; সঃ—সেই স্বপ্নই; এব—বস্তুত; প্রতিবুদ্ধস্য—জাগ্রত ব্যক্তির জন্য; ন—না; বৈ—নিশ্চিতরূপে; মোহায়—মোহ; কল্পতে—উৎপন্ন করে।

অনুবাদ

স্বপ্নাবস্থায় কোন ব্যক্তি বহু অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ভোগ করলেও, জেগে ওঠার পর স্বপ্নের অভিজ্ঞতা আর তাকে বিভ্রান্ত করে না।

তাৎপর্য

ইহলোকে অবস্থান কালে এমনকি মুক্ত আত্মাকেও জড় বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় জাগ্রত হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভূত সুখ বা দুঃখ হচ্ছে স্বপ্নের মতো অবাস্তব। এইভাবে মুক্ত আত্মা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হন না।

শ্লোক ১৫

শোকহর্ষভয়ক্রোধ-লোভমোহস্পৃহাদয়ঃ ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুশ্চ নাত্মনঃ ॥ ১৫ ॥

শোক—অনুশোচনা; হর্ষ—আনন্দ; ভয়—ভয়; ক্রোধ—ক্রোধ; লোভ—লোভ; মোহ—বিভ্রান্তি; স্পৃহা—আকাঙ্ক্ষা; আদয়ঃ—ইত্যাদি; অহঙ্কারস্য—মিথ্যা অহংকারের; দৃশ্যন্তে—প্রতিভাত হয়; জন্ম—জন্ম; মৃত্যুঃ—মৃত্যু; চ—এবং; ন—না; আত্মনঃ—আত্মার।

অনুবাদ

মিথ্যা অহংকার শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, বিভ্রান্তি এবং আকাঙ্ক্ষা, আর জন্ম-মৃত্যুও অনুভব করে, শুদ্ধ আত্মা নয়।

তাৎপর্য

মিথ্যা অহংকার হচ্ছে সূক্ষ্ম জড় মন এবং স্থূল জড় দেহ সমন্বিত শুদ্ধ আত্মার মায়াময় পরিচিতি। এই মায়াময় পরিচিতির ফলে বদ্ধজীব হৃত বস্তুর জন্য শোক, প্রাপ্ত বস্তুর জন্য হর্ষ, অশুভ বস্তুর জন্য ভয়, অপূর্ণ বাসনার জন্য ক্রোধ এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য লোভ অনুভব করে। আর তাই মিথ্যা আকর্ষণ এবং বিদ্বেষ হেতু বিভ্রান্ত হয়ে বদ্ধজীবকে পুনরায় জড় দেহ গ্রহণ করতে হবে, যার অর্থ হচ্ছে

সে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকবে। আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি জানেন যে, এই সমস্ত জড় আবেগের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মার কিছুই করণীয় নেই, তার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়া।

শ্লোক ১৬

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানো
জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্মমূর্তিঃ ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধেব গীতঃ
সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ ॥ ১৬ ॥

দেহ—জড় দেহের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়সকল; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **মনঃ**—এবং মন; **অভিমানঃ**—যে নিজেকে মিথ্যা পরিচিতিতে অভিহিত করছে; **জীবঃ**—জীবাত্মা; **অন্তঃ**—অন্তরে অবস্থিত; **আত্মা**—আত্মা; **গুণ**—তার জড় গুণ অনুসারে; **কর্ম**—এবং কর্ম; **মূর্তিঃ**—রূপ পরিগ্রহ করে; **সূত্রম্**—সূত্রতত্ত্ব; **মহান**—জড়া প্রকৃতির আদি রূপ; **ইতি**—এইভাবে; **উরুধা**—বিভিন্নভাবে; **ইব**—বস্তুত; **গীতঃ**—বর্ণিত; **সংসারে**—জড় জীবনে; **আধাবতি**—ধাবিত হয়; **কাল**—কালের; **তন্ত্রঃ**—কঠোর নিয়ন্ত্রণে।

অনুবাদ

যে জীবাত্মা নিজেকে তার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু এবং মনের সঙ্গে একীভূত করে সেই আবরণের মধ্যে বাস করে, সে তখন তার নিজের জড় বদ্ধ গুণ এবং কর্ম অনুসারে রূপ পরিগ্রহ করে। সমগ্র জড়া শক্তির দ্বারা বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয়ে সে এইভাবে সংসার চক্রে মহাকালের কঠোর নিয়ন্ত্রণে যেখানে সেখানে ধাবিত হতে বাধ্য হয়।

তাৎপর্য

জীবের জড় অস্তিত্বের জন্য ক্লেশের কারণ মিথ্যা অহংকারকে এখানে জড় দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণবায়ু এবং মনের মাধ্যমে আত্মার মিথ্যা পরিচিতি রূপে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *কাল* শব্দটি প্রত্যক্ষভাবে পরমপুরুষ ভগবানকে সূচিত করে, যিনি বদ্ধ জীবের জন্য কালের সীমা নির্ধারণ করে, প্রকৃতির নিয়মে তাদেরকে কঠোরভাবে আবদ্ধ করে রাখেন। মুক্তি কোন নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি নয়; মুক্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে নিজের চিরন্তন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া। কৃষ্ণভাবনামৃতে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিজেদেরকে সমর্পণ করে, আমরা আমাদের মিথ্যা অহংকারের কলুষ মুক্ত হয়ে নিত্য মুক্ত ব্যক্তি-সত্তা পুনঃ প্রাপ্ত হতে পারি। শুদ্ধ জীবাত্মা মিথ্যা অহংকারগ্রস্ত হলে তার জাগতিক ক্লেশ

অবশ্যম্ভাবী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস রূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃতে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা অনায়াসে মিথ্যা অহংকারকে জয় করতে পারি।

শ্লোক ১৭

অমূলমেতদ্ বহুরূপরূপিতং
মনোবচঃপ্রাণশরীরকর্ম ।
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন
চ্ছিত্ত্বা মুনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ ॥ ১৭ ॥

অমূলম্—ভিত্তিহীন; **এতৎ**—এই (মিথ্যা অহংকার); **বহু-রূপ**—বহুরূপে; **রূপিতম্**—নিরূপিত; **মনঃ**—মনের; **বচঃ**—বাক্য; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **শরীর**—এবং স্থূল শরীর; **কর্ম**—ক্রিয়াকলাপ; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানের; **অসিনা**—অস্ত্রের দ্বারা; **উপাসনয়া**—ভক্তিযুক্ত উপাসনার মাধ্যমে (শ্রীগুরুদেবের); **শিতেন**—যাকে ধারালো করা হয়েছে; **চ্ছিত্ত্বা**—ছেদ করে; **মুনিঃ**—স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি; **গাম**—পৃথিবী; **বিচরতি**—বিচরণ করেন; **অতৃষ্ণঃ**—জাগতিক বাসনা মুক্ত।

অনুবাদ

মিথ্যা অহংকার ভিত্তিহীন হলেও তা মন, বাক্য, প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু যথার্থ গুরুদেবের সেবার মাধ্যমে বলীয়ান হয়ে, দিব্য জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা প্রাজ্ঞ মুনি এই মিথ্যা পরিচিতি ছিন্ন করে সমস্ত প্রকার জড় আসক্তি মুক্ত হয়ে এই জগতে বিচরণ করেন।

তাৎপর্য

বহুরূপে রূপিতম্, "বহুরূপে অনুভূত," শব্দটি সূচিত করে যে, নিজেকে একজন দেবতা, মহামানব, সুন্দরীরমণী, শোষিত শ্রমিক, ব্যাঘ্র, পক্ষী, কীট ইত্যাদি রূপে ভেবে নেওয়ার মাধ্যমেও মিথ্যা অহংকার অভিব্যক্ত হয়। মিথ্যা অহংকারের প্রভাবে শুদ্ধ আত্মা কোন জড় আবরণকে স্বয়ং আত্মারূপে গ্রহণ করে, কিন্তু এই শ্লোকে বর্ণিত পদ্ধতির মাধ্যমে এইরূপ অজ্ঞতা দূর করা যায়।

শ্লোক ১৮

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ
প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্ ।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং
কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানম্—দিব্যজ্ঞান; **বিবেকঃ**—বিচারবোধ; **নিগমঃ**—শাস্ত্র; **তপঃ**—তপস্যা; **চ**—এবং; **প্রত্যক্ষম্**—প্রত্যক্ষ অনুভূতি; **ঐতিহ্যম্**—পুরাণাদির ঐতিহাসিক বিবরণ; **অথ**—এবং; **অনুমানম্**—অনুমান; **আদি**—আদিতে; **অন্তয়োঃ**—এবং অন্তে; **অস্য**—এই সৃষ্টির; **যৎ**—যে; **এব**—বস্তুত; **কেবলম্**—একা; **কালঃ**—কালের নিয়ন্ত্রণ; **চ**—এবং; **হেতুঃ**—অন্তিম কারণ; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই; **এব**—একমাত্র; **মধ্যে**—মধ্যে।

অনুবাদ

যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে জড় এবং চিদ্বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উপর আধারিত, আর তা শাস্ত্রীয় প্রমাণ, তপস্যা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, পুরাণের ঐতিহাসিক বিবরণ এবং তার্কিক অনুমানের মাধ্যমে অনুশীলন করা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে এবং প্রলয়ের পরেও যিনি একা বর্তমান থাকেন, সেই পরম সত্য হচ্ছেন কাল এবং অন্তিম কারণ। এমনকি সৃষ্টির অস্তিত্বের মধ্য পর্যায়েও পরম সত্যই হচ্ছেন যথার্থ বাস্তব বস্তু।

তাৎপর্য

জড় বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকগণ জড়সৃষ্টির অন্তিম কারণ বা সূত্র গভীরভাবে অনুসন্ধান করে চলেছেন, যা এখানে কাল বা সময়রূপে বর্ণিত হয়েছে। কার্যকারণের জাগতিক পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে কালের পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়; অন্যভাবে বলা যায়, জড় কার্য এবং কারণকে কালই প্রবুদ্ধ করে। এই কাল হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরমাত্মা রূপী অভিব্যক্তি, যা প্রাপঞ্চিক প্রকাশকে ব্যাপ্ত করে ধারণ করে। এখানে জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই যাঁরা ঐকান্তিক এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তি, তাঁরা ভগবান কর্তৃক প্রকাশিত এই দিব্য জ্ঞানাহরণ পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ১৯

যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ
পশ্চাচ্চ সর্বস্য হিরণ্ময়স্য ।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্যমাণং
নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ ॥ ১৯ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **হিরণ্যম্**—স্বর্ণ; **স্ব-অকৃতম্**—নির্মিত উৎপাদনরূপে অপ্রকাশিত; **পুরস্তাৎ**—পূর্বের; **পশ্চাৎ**—পরবর্তী; **চ**—এবং; **সর্বস্য**—সমস্ত কিছুর; **হিরণ্ময়স্য**—স্বর্ণ-নির্মিত; **তৎ**—সেই স্বর্ণ; **এব**—একমাত্র; **মধ্যে**—মধ্যে; **ব্যবহার্যমাণম্**—ব্যবহৃত হওয়া; **নানা**—বিভিন্ন; **অপদেশৈঃ**—উপাধিতে; **অহম্**—আমি; **অস্য**—এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের; **তদ্বৎ**—একইভাবে।

অনুবাদ

স্বর্ণ-নির্মিত বস্তু নির্মাণের পূর্বে স্বর্ণই থাকে, সেই নির্মিত বস্তুগুলি নষ্ট হয়ে গেলেও স্বর্ণ থেকে যায়; আবার বিভিন্ন নামের মাধ্যমে ব্যবহৃত হওয়ার সময়েও সেগুলি মূলত স্বর্ণই থাকে। তেমনই, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্বে, তার ধ্বংসের পরে এবং স্থিতিকালেও একমাত্র আমি বর্তমান থাকি।

তাৎপর্য

স্বর্ণ থেকে বিভিন্ন প্রকার অলংকার, মুদ্রা এবং অন্যান্য বিলাসদ্রব্য তৈরি করা হয়। কিন্তু প্রতিটি পর্যায়ে—নির্মাণের পূর্বে, নির্মাণের সময়ে, তার ব্যবহারের সময় এবং তার পরেও বাস্তববস্তু স্বর্ণই থাকে। তেমনই, গতিশীল এবং সবকিছুরই উপাদান কারণ রূপে—পরমপুরুষ ভগবানই বাস্তববস্তু রূপে বর্তমান থাকেন। জড়সৃষ্টির সর্বস্তরে তাঁর থেকে অভিন্ন তাঁর নিজশক্তিকে ভগবান গতিশীল করে থাকেন।

শ্লোক ২০

বিজ্ঞানমেতৎ ত্রিয়বস্থমঙ্গ
গুণত্রয়ং কারণকার্যকর্তৃ ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ
যেনৈব তুর্যেণ তদেব সত্যম্ ॥ ২০ ॥

বিজ্ঞানম্—পূর্ণজ্ঞান (যার লক্ষণ হচ্ছে মন); **এতৎ**—এই; **ত্রি-অবস্থম্**—তিনটি অবস্থায় বর্তমান (জাগ্রত চেতনা, নিদ্রা, এবং গভীর নিদ্রা); **অঙ্গ**—প্রিয় উদ্ধব; **গুণ-ত্রয়ম্**—প্রকৃতির ত্রি-গুণের মাধ্যমে প্রকাশিত; **কারণ**—সূক্ষ্ম কারণরূপে (অধ্যাত্ম); **কার্য**—স্থূল উৎপাদন (অধিভূত); **কর্তৃ**—এবং উৎপাদক (অধিদৈব); **সমন্বয়েন**—একের পর এক, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে; **ব্যতিরেকতঃ**—ভিন্নরূপে; **চ**—এবং; **যেন**—যার দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **তুর্যেণ**—চতুর্থ পর্যায়; **তৎ**—সেই; **এব**—একমাত্র; **সত্যম্**—পরম সত্য।

অনুবাদ

জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—চেতনার এই তিনটি স্তরে জড় মনের অভিব্যক্তি ঘটে—যেগুলি হচ্ছে প্রকৃতির ত্রি-গুণ থেকে উৎপন্ন। মন পুনরায় তিনটি ভূমিকায় প্রতিভাত হয়—যিনি অনুভব করেন, অনুভূত এবং অনুভবের নিয়ামক রূপে। এইভাবে ত্রিবিধ উপাধির সর্বত্রই মন বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু চতুর্থ বিষয়টি এই সমস্ত থেকে ভিন্নভাবে অবস্থিত, আর সেইটিই কেবল পরম সত্য সমন্বিত।

তাৎপর্য

কঠোপনিষদে (২/২/১৫) বলা হয়েছে, *তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং/তস্য ভাসা সর্বম ইদং বিভাতি*—"তাঁর আদি জ্যোতি অনুসারে প্রতিটি বস্তু তার জ্যোতি বিকিরণ করে; তাঁর আলোক এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুকে উদ্ভাসিত করে।" এখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে মনে হয়, সমস্ত প্রকার অনুভূতি, জ্ঞানশক্তি এবং স্পর্শানুভূতি, পরমেশ্বর ভগবানের অনুভূতি, জ্ঞানশক্তি এবং স্পর্শানুভূতির নগণ্য বিস্তারমাত্র।

শ্লোক ২১

ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চান্-
মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্ ।
ভূতং প্রসিদ্ধং চ পরেণ যদ্‌যৎ
তদেব তৎ স্যাদিতি মে মনীষা ॥ ২১ ॥

ন—নেই; **যৎ**—যেটি; **পুরস্তাৎ**—পূর্বের; **উত**—অথবা নয়; **যৎ**—যা; **ন**—না; **পশ্চাৎ**—পরে; **মধ্যে**—মধ্যে; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই; **ন**—না; **ব্যপদেশ-মাত্রম্**—উপাধি মাত্র; **ভূতম্**—সৃষ্ট; **প্রসিদ্ধম্**—প্রসিদ্ধ; **চ**—এবং; **পরেণ**—অন্যদের দ্বারা; **যৎ যৎ**—যা কিছুই; **তৎ**—সেই; **এব**—কেবল; **তৎ**—সেই অন্য; **স্যাৎ**—প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে; **ইতি**—এইভাবে; **মে**—আমার; **মনীষা**—ধারণা।

অনুবাদ

যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না এবং এই দুটির মধ্যবর্তী সময়েও যার অস্তিত্ব থাকে না, তবে তার শুধুমাত্র বাহ্যিক উপাধিমাত্র বর্তমান থাকে। আমার মতে অন্য কিছুর দ্বারা যা-কিছুই সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হয়, বাস্তবে সেটি হচ্ছে অন্য কিছুমাত্র।

তাৎপর্য

জড় উৎপাদন যেমন আমাদের শরীর ক্ষণস্থায়ী এবং সর্বোপরি মিথ্যা হলেও জড়জগৎটি হচ্ছে ভগবানের শক্তির যথার্থ প্রকাশ। এই জগতের মৌলিক উপাদান বা বাস্তব বস্তু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু বদ্ধ জীবেদের দ্বারা আরোপিত ক্ষণস্থায়ী উপাধিগুলি হচ্ছে মায়া। এইভাবে আমরা নিজেদেরকে আমেরিকান, রাশিয়ান, ইংরেজ, জার্মানদেশীয়, ভারতীয়, কালো, সাদা, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ইত্যাদি বলে মনে করি। বাস্তবে, আমরা হচ্ছি পরমেশ্বরের তটস্থা শক্তি, কিন্তু ভগবানের নিকৃষ্টা জড়াশক্তিকে ভোগ করতে চেষ্টা করে আমরা মায়াতে জড়িয়ে পড়েছি। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন এই জগৎ এবং অন্যান্য জগতের বাস্তব-বস্তু, তাঁর অনুসারেই প্রতিটি বস্তুর যথার্থ সংজ্ঞা আরোপ করা উচিত।

শ্লোক ২২

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো
বৈকারিকো রাজসসর্গ এষঃ ।
ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিরতো বিভাতি
ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রম্ ॥ ২২ ॥

অবিদ্যমানঃ—বাস্তবে অস্তিত্বহীন; **অপি**—যদিও; **অবভাসতে**—প্রতিভাত হয়; **যঃ**—যা; **বৈকারিকোঃ**—বিকৃতির প্রকাশ; **রাজস**—রজোগুণের; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **এষঃ**—এই; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য (পক্ষান্তরে); **স্বয়ম্**—নিজের মধ্যে অবস্থিত; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতিষ্মান; **অতঃ**—অতএব; **বিভাতি**—প্রকাশিত হয়; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **অর্থ**—তাদের বস্তু; **আত্ম**—মন; **বিকার**—এবং পঞ্চমহাভূতের বিকার; **চিত্রম্**—বৈচিত্র্যরূপে।

অনুবাদ

বাস্তবে অস্তিত্ব না থাকলেও রজোগুণ সৃষ্ট বিকারের প্রকাশকে বাস্তব বলে মনে হয়, কেননা স্বপ্রকাশ, স্বত-উদ্ভাসিত পরম সত্য—ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু, মন এবং জড়া প্রকৃতির উপাদান-রূপী জড় বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

সমগ্র জড়া প্রকৃতি এবং প্রধান, আদিতে অভিন্ন এবং নিরেট, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর কালরূপী প্রতিনিধির দ্বারা তাঁর প্রতি ঈক্ষণ করে রজোগুণকে কার্যকরী করার মাধ্যমে পরিবর্তিত করেন। এইভাবে জড় পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তিরূপে প্রদর্শিত হয়। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বরের নিজ ধাম নিত্যবৈচিত্র্যসম্পন্ন স্বতঃউদ্ভাসিত, যা হচ্ছে পরম সত্যের আভ্যন্তরীণ ঐশ্বর্য, সেগুলি কিন্তু জড় সৃষ্টির মতো বিকার অথবা বিনাশশীল নয়। এইভাবে জড় জগৎ একইসঙ্গে পরম সত্য থেকে এক এবং ভিন্ন।

শ্লোক ২৩

এবং স্ফুটং ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ
পরাপবাদেন বিশারদেন ।
ছিত্ত্বাত্মসন্দেহমুপারমেত
স্বানন্দতুষ্টোঽখিলকামুকেভ্যঃ ॥ ২৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **স্ফুটম্**—স্পষ্টরূপে; **ব্রহ্ম**—পরম সত্যের; **বিবেক-হেতুভিঃ**—বিচার-বিমর্ষের দ্বারা, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে; **পর**—অন্যান্য ধারণার দ্বারা ভুল পরিচিতি; **অপবাদেন**—খণ্ডন করার মাধ্যমে; **বিশারদেন**—দক্ষ; **ছিত্ত্বা**—ছেদ করে; **আত্ম**—আত্মার পরিচিতির ব্যাপারে; **সন্দেহম্**—সন্দেহ; **উপারমেত**—বিরত হওয়া উচিত; **স্ব-আনন্দ**—তার নিজস্ব দিব্য আনন্দে; **তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **অখিল**—সব কিছু থেকে; **কামুকেভ্যঃ**—কামের বস্তু।

অনুবাদ

এইভাবে বিবেকসম্পন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে, পরম সত্যের সর্বোৎকৃষ্ট পদ, স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে মানুষের উচিত জড়ের সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি দক্ষতার সঙ্গে খণ্ডন করে আত্মপরিচয় সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করা। আত্মার স্বাভাবিক আনন্দে সন্তুষ্ট হয়ে, মানুষের জড় ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হওয়া উচিত।

শ্লোক ২৪

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি
দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণা চ সত্ত্বম্
অহঙ্কৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্ ॥ ২৪ ॥

ন—নয়; **আত্মা**—আত্মা; **বপুঃ**—শরীর; **পার্থিবম্**—মৃত্তিকা নির্মিত; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সকল; **দেবাঃ**—দেবগণ; **হি**—বস্তুত; **অসুঃ**—প্রাণবায়ু; **বায়ুঃ**—বাহ্যবায়ু; **জলম্**—জল; **হুতাশঃ**—অগ্নি; **মনঃ**—মন; **অন্নমাত্রম্**—একমাত্র বস্তু; **ধিষণা**—বুদ্ধি; **চ**—এবং; **সত্ত্বম্**—জড় চেতনা; **অহংকৃতিঃ**—মিথ্যা অহংকার; **খম্**—আকাশ; **ক্ষিতিঃ**—ভূমি; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতির বস্তু; **সাম্যম্**—এবং আদি, প্রকৃতির অপ্রকাশিত পর্যায়।

অনুবাদ

মৃত্তিকা নির্মিত জড় দেহ, ইন্দ্রিয়গুলি, তাদের অধিদেবতা, প্রাণবায়ু, বাহ্যিক বায়ু, জল, আগুন, অথবা নিজের মন, কোনটিই যথার্থ আত্মা নয়। এই সমস্তই হচ্ছে জড়। তেমনই, নিজের বুদ্ধিমত্তা, জড় চেতনা, অহংকার, আকাশ, ভূমি, তন্মাত্র, এমনকি প্রকৃতির আদি অপ্রকাশিত পর্যায়কেও আত্মার যথার্থ পরিচয় বলে মনে করা যায় না।

শ্লোক ২৫

সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভি-
র্গুণো ভবেন্মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিং নু দূষণং
ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্ ॥ ২৫ ॥

সমাহিতৈঃ—ধ্যানে সমাহিত; কঃ—কি; করণৈঃ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; গুণ-আত্মভিঃ—যেগুলি মূলতঃ প্রকৃতির গুণের প্রকাশ; গুণঃ—পুণ্য; ভবেৎ—হবে; মৎ—আমার; সুবিবিক্ত—যিনি সুষ্ঠুরূপে নির্ধারণ করেছেন; ধাম্নঃ—ব্যক্তিগত পরিচয়; বিক্ষিপ্যমাণৈঃ—বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এমন; উত—পক্ষান্তরে; কিম্—কী; নু—বস্তুত; দূষণম্—দোষারোপ; ঘনৈঃ—মেঘের দ্বারা; উপেতৈঃ—আগত; বিগতৈঃ—অথবা বিগত; রবেঃ—সূর্যের; কিম্—কী।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছে, তার জড়গুণজাত ইন্দ্রিয়গুলি যদি সুসমাহিত হয়, তাতে কৃতিত্বের কী আছে? আর পক্ষান্তরে তার ইন্দ্রিয়গুলি যদি বিক্ষিপ্ত হয়, তাতেই বা তার দোষ কী? প্রকৃতপক্ষে মেঘের যাতায়াতে কি সূর্যের কিছু যায় আসে?

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধভক্তকে নিত্যমুক্ত বলে মনে করা হয়, কেননা তিনি যথাযথভাবে ভগবানের দিব্য স্থিতি এবং ধামকে উপলব্ধি করে এই জগতে সর্বদা ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের সেবায় রত। আপাতদৃষ্টিতে মেঘের দ্বারা আবৃত হলেও সূর্যের উন্নত পর্যায়ের যেমন কোন পরিবর্তন হয় না, তেমনই জড় জগতে ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে রত, এইরূপ ভক্তকে ঘটনাক্রমে আপাত চক্ষে বিক্ষুব্ধ বলে মনে হলেও ভগবানের নিত্য দাসত্বরূপ উৎকৃষ্ট পদের কোনও পরিবর্তন তাঁর হয় না।

শ্লোক ২৬

যথা নভো বায়ুনলাম্বুভূগুণৈ-
র্গতাগতৈর্বর্তুগুণৈর্ন সজ্জতে ।
তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈ-
রহংমতেঃ সংসৃতিহেতুভিঃ পরম্ ॥ ২৬ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **নভঃ**—আকাশ; **বায়ু**—বায়ুর; **অনল**—অগ্নি; **অম্বুঃ**—জল; **ভূ**—এবং ভূমি; **গুণৈঃ**—গুণাবলীর দ্বারা; **গত-আগতৈঃ**—যা আসে এবং যায়; **বা**—বা; **ঋতু-গুণৈঃ**—ঋতুর গুণে (শীত এবং উষ্ণের মতো); **ন সজ্জতে**—আবদ্ধ নয়; **তথা**—তেমনই; **অক্ষরম্**—পরম সত্য; **সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ**—সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ; **মলৈঃ**—কলুষের দ্বারা; **অহম্-মতেঃ**—মিথ্যা অহংকারের ধারণায়; **সংসৃতি-হেতুভিঃ**—জড় দশার জন্য; **পরম্**—পরম।

অনুবাদ

আকাশ থেকে বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন গুণাবলী প্রকাশিত হয়ে, তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, সেই সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং উষ্ণের মতো গুণাবলী প্রতিনিয়ত আসে আর যায়। তবুও আকাশ এই সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা কখনও আবদ্ধ হয় না। তেমনই, মিথ্যা অহংকারের জড় পরিবর্তনকারী সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের কলুষ দ্বারা পরম অবিমিশ্র সত্য কখনও জড়িয়ে পড়েন না।

তাৎপর্য

অহং-মতেঃ শব্দটি বিশেষ কোন জড় দেহের মিথ্যা অহংকার জাত বদ্ধ জীবাত্মাকে ইঙ্গিত করে। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন, আর তাই জড় দেহের দ্বারা কখনও আবৃত অথবা মিথ্যা অহংকারগ্রস্তও হন না। এখানে বলা হয়েছে, ভগবান হচ্ছেন পরম অচ্যুত এবং শুদ্ধ।

শ্লোক ২৭

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো
গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্
রজো নিরস্যেত মনঃকষায়ঃ ॥ ২৭ ॥

তথা-অপি—তথাপি; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ; **পরিবর্জনীয়ঃ**—বর্জন করতেই হবে; **গুণেষু**—গুণের সঙ্গে; **মায়া-রচিতেষু**—জড় মায়াশক্তি জাত; **তাবৎ**—ততক্ষণ পর্যন্ত; **মৎ-ভক্তিযোগেন**—আমার প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা; **দৃঢ়েন**—দৃঢ়ভাবে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **রজঃ**—রজোগুণময়ী আকর্ষণ; **নিরস্যেত**—বিদূরীত; **মনঃ**—মনের; **কষায়ঃ**—কলুষ।

অনুবাদ

তবুও, আমার প্রতি দৃঢ়রূপে ভক্তিযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে যতক্ষণ না তার মন থেকে জড় রজোগুণের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে

আমার মায়াশক্তি সম্ভূত জড় গুণাবলীর সঙ্গ, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *তথাপি* শব্দটি সূচিত করে যে, জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন হলেও (যা এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে) যিনি এখনও জড় বাসনাকে জয় করতে পারেননি, সবই ভগবান থেকে অভিন্ন ঘোষণা করে তিনি যেন কৃত্রিমভাবে জড় বস্তুর সঙ্গ না করেন। এইভাবে যিনি কৃষ্ণভক্ত হতে চেষ্টা করছেন, মহিলাদেরকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন বলে দাবি করে তিনি যেন অবাধে তাদের সঙ্গে মেলামেশা না করেন, কেননা এইরূপে পরম ভাগবতের অনুকরণ করতে গিয়ে সে ইন্দ্রিয়সুখভোগী হয়ে উঠবে। যে অপরিণত ভক্ত নিজেকে মুক্ত বলে মনে করে, সে রজোগুণের দ্বারা তাড়িত হয়ে তার পদের জন্য অনর্থক গর্বিত হয় এবং যথার্থ ভগবদ্ভক্তির পদ্ধতির প্রতি অবহেলা করে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় আমাদের দৃঢ় এবং অবিচলিতভাবে নিয়োজিত থাকা উচিত, তা হলে আমাদের কৃষ্ণভাবনায় অগ্রগতি সহজ এবং সুন্দর হবে।

শ্লোক ২৮

যথাময়োঽসাধু চিকিৎসিতো নৃণাং
পুনঃ পুনঃ সন্তুদতি প্ররোহন্ ।
এবং মনোঽপক্বকষায়কর্ম
কুযোগিনং বিধ্যতি সর্বসঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥

যথা—যেমন; **আময়ঃ**—ব্যাধি; **অসাধু**—ত্রুটিযুক্তভাবে; **চিকিৎসিতঃ**—চিকিৎসিত; **নৃণাম্**—মানুষের; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার; **সন্তুদতি**—সন্তান প্রদান করে; **প্ররোহন্**—উত্থিত হয়; **এবম্**—এই একইভাবে; **মনঃ**—মন; **অপক্ক**—অশুদ্ধ; **কষায়**—কলুষের; **কর্ম**—এর কর্ম থেকে; **কু-যোগিনম্**—অসিদ্ধ যোগী; **বিধ্যতি**—আক্রমণ করে; **সর্ব-সঙ্গম্**—যে সমস্ত প্রকার জড় আসক্তিতে পূর্ণ।

অনুবাদ

কোন ব্যাধির ঠিকমত চিকিৎসা না হলে যেমন পুনরায় তা প্রকাশিত হয় এবং রোগীকে বারবার কষ্ট প্রদান করে, তেমনই যার মন বিকৃত প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়নি, সে জড় বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে থাকবে এবং বারবার সেই অপক্ক ভক্ত তার দ্বারা আক্রান্ত হবে।

তাৎপর্য

সর্বসঙ্গম্ বলতে বোঝায়, সন্তানাদি, স্ত্রী, অর্থ, দেশ এবং বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি তথাকথিত জড় ভোগ্য বস্তুর প্রতি দুর্দমনীয় আসক্তি। যে ব্যক্তি তার সন্তানাদি, স্ত্রী ইত্যাদির প্রতি আসক্তি বর্ধন করে, সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি করলেও তাকে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে কু-যোগী অথবা জড় আসক্তি নামক হৃদরোগের সুষ্ঠু চিকিৎসা করতে ব্যর্থ একজন বিভ্রান্ত অপরুভক্ত বলে বুঝতে হবে। কেউ যদি বারংবার জড় আসক্তিতে আক্রান্ত হয়, তাহলে সে তার হৃদয় থেকে অজ্ঞনতার অন্ধকার দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করা উচিত।

শ্লোক ২৯

কুযোগিনো যে বিহিতান্তরায়ৈ-
র্মনুষ্যভূতৈস্ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ ।
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়ো
যুঞ্জন্তি যোগং ন তু কর্মতন্ত্রম্ ॥ ২৯ ॥

কুযোগিনো—অপূর্ণ জ্ঞান-সমন্বিত যোগ অনুশীলনকারীগণ; **যে**—যে; **বিহিত**—আরোপিত; **অন্তরায়ৈঃ**—অন্তরায়ের দ্বারা; **মনুষ্য-ভূতৈঃ**—মনুষ্যরূপধারী (তাদের আত্মীয় স্বজন, শিষ্য-শিষ্যা ইত্যাদি); **ত্রিদশ**—দেবতাদের দ্বারা; **উপসৃষ্টৈঃ**—প্রেরিত; **তে**—তারা; **প্রাক্তন**—পূর্ব জীবনের; **অভ্যাস**—সঞ্চিত অভ্যাসের; **বলেন**—বলের দ্বারা; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **যুঞ্জন্তি**—নিয়োজিত হয়; **যোগম্**—পারমার্থিক অনুশীলনে; **ন**—কখনও না; **তু**—অবশ্যই; **কর্ম-তন্ত্রম্**—সকাম কর্মের বন্ধন।

অনুবাদ

পরিবার পরিজনের প্রতি আসক্তি, শিষ্য-শিষ্যা অথবা অন্যেরা, যাদেরকে ঈর্ষাপরায়ণ দেবতারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রেরণ করেন, তাদের দ্বারা অসিদ্ধ পরমার্থবাদীদের অগ্রগতি কখনও কখনও বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু তাদের সঞ্চিত অগ্রগতির বলে, এইরূপ অসিদ্ধ পরমার্থবাদীরা পরবর্তী জীবনে পুনরায় তাদের যোগাভ্যাস শুরু করেন। তারা আর কখনও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

কখনও কখনও অপূর্ণ পারমার্থিক জ্ঞানসমন্বিত সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক শিক্ষকদেরকে বিব্রত করার জন্য দেবতারা কিছু তোষামোদকারী অনুগামী এবং শিষ্য-শিষ্যা প্রেরণ করেন। তেমনই, নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তির দ্বারাও কখনও কখনও পারমার্থিক অগ্রগতি বিঘ্নিত হতে পারে। অসিদ্ধ পরমার্থবাদীরা

এই জীবনে যোগাভ্যাসের পথ থেকে বিচ্যুত হলেও, *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা অনুসারে তাঁর সঞ্চিত সুকৃতিবলে পরবর্তী জীবনে পুনরায় তা শুরু করবেন। *ন তু কর্মতন্ত্রম্* শব্দগুলি সূচিত করে যে, যোগভ্রষ্ট পরমার্থবাদীকে সকাম কর্মের নিম্নস্তর অতিক্রম করে ধীরে ধীরে যোগাভ্যাসের পর্যায়ে উপনীত হতে হয় না। বরং, তিনি যে পর্যায়ে যোগাভ্যাস ত্যাগ করেছিলেন সেই পর্যায়ে থেকে অবিলম্বে অগ্রগতি শুরু করেন। অবশ্যই, এখানে প্রদত্ত সুযোগ লাভের ধারণা করে আমাদের পতিত হওয়া উচিত নয়; বরং এই জন্মেই সিদ্ধ হতে চেষ্টা করতে হবে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের হৃদয় থেকে কাম-বাসনার বন্ধন দূর করা উচিত এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণভাবনায় অপরিণত তথাকথিত পারমার্থিক নেতাদের মুখোস খুলে দেওয়ার জন্য দেবতাদের দ্বারা প্রেরিত তোষামোদকারী অনুগামী এবং শিষ্যদের সংস্রব এড়িয়ে চলাও তাঁদের একান্ত প্রয়োজন।

শ্লোক ৩০

করোতি কর্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ
কেনাপ্যসৌ চোদিত আনিপাতাৎ ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি
নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা ॥ ৩০ ॥

করোতি—সম্পাদন করে; **কর্ম**—জাগতিক কর্ম; **ক্রিয়তে**—করা হয়; **চ**—ও; **জন্তুঃ**—জীব; **কেন অপি**—কোনও না কোন জোরের দ্বারা; **অসৌ**—সে; **চোদিত**—বাধ্য হয়; **আনিপাতাৎ**—আমৃত্যু; **ন**—না; **তত্র**—সেখানে; **বিদ্বান্**—জ্ঞানী ব্যক্তি; **প্রকৃতৌ**—জড়া প্রকৃতিতে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **নিবৃত্ত**—ত্যাগ করে; **তৃষ্ণঃ**—জড় বাসনা; **স্ব**—নিজের দ্বারা; **সুখ**—সুখের; **অনুভূত্যা**—অনুভূতি।

অনুবাদ

সাধারণ জীবাত্মা জড় কর্ম সম্পাদন করে তার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এইভাবে সে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে, সকাম কর্ম করে চলে। জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু নিজের স্বরূপগত আনন্দ অনুভব করে সমস্ত জড় বাসনা ত্যাগ করে এবং সকাম কর্মে নিয়োজিত হয় না।

তাৎপর্য

রমণীর সঙ্গে যৌন সঙ্গের মাধ্যমে মানুষ সেই স্ত্রীরূপকে ভোগ করতে বারবার তাড়িত হয়; আর বাস্তবে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে কামুকই থেকে যায়। তেমনই, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সংসর্গে জড় আসক্তির বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হয়।

এইভাবে সকাম কর্মের প্রতিক্রিয়া জীবকে জাগতিক পরাজয়ের চক্রে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরে ভগবানের সংস্পর্শে থাকার ফলে জড় কর্মের এবং পাপকর্মের ফলস্বরূপ পরবর্তী জীবনে শূকর বা কুকুরের গর্ভে প্রবেশ করার বিপদ এবং তার ফলে চরম হতাশা উপলব্ধি করতে পারেন। বরং সমগ্র প্রপঞ্চকে তিনি ভগবানের শক্তির এক নগণ্য বিস্তার এবং নিজেকে ভগবানের বিনীত সেবক রূপে দর্শন করে থাকেন।

শ্লোক ৩১

তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্ ।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমানম্ আত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ ॥ ৩১ ॥

তিষ্ঠন্তম্—দণ্ডায়মান; আসীনম্—উপবিষ্ট; উত—অথবা; ব্রজন্তম্—ভ্রমণরত; শয়ানম্—শায়িত; উক্ষন্তম্—মূত্রত্যাগ রত; অদন্তম্—আহারে রত; অন্নম্—খাদ্য; স্ব-ভাবম্—তার বদ্ধ স্বভাব থেকে প্রকাশিত; অন্যৎ—অন্য; কিম্ অপি—যা কিছুই; ঈহমানম্—সম্পাদন করছেন; আত্মানম্—তার নিজ দেহ; আত্ম-স্থ—প্রকৃতই আত্মস্থ; মতিঃ—যার চেতনা; ন বেদ—সে বুঝতে পারে না।

অনুবাদ

আত্মস্থ জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের দৈহিক কার্যকলাপেরও খেয়াল রাখেন না। যখন তিনি দণ্ডায়মান থাকেন, উপবেশন করেন, বিচরণ করেন, শয়ন করেন, মূত্রত্যাগ করেন, আহার অথবা অন্যান্য দৈহিক কার্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে, দেহ তার নিজ স্বভাব অনুসারে আচরণ করছে।

শ্লোক ৩২

যদি স্ম পশ্যত্যসদিন্দ্রিয়ার্থং
নানানুমানেন বিরুদ্ধমন্যৎ ।
ন মন্যতে বস্তুতয়া মনীষী
স্বাপ্নং যথোত্থায় তিরোদধানম্ ॥ ৩২ ॥

যদি—যদি; স্ম—কখনও; পশ্যতি—দর্শন করেন; অসৎ—অশুদ্ধ; ইন্দ্রিয়-অর্থম্—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু; নানা—দ্বন্দ্ব ভিত্তিক হওয়ার দরুন; অনুমানেন—তার্কিক অনুমানের দ্বারা; বিরুদ্ধম্—খণ্ডিত; অন্যৎ—যথার্থ সত্য থেকে ভিন্ন; ন মন্যতে—স্বীকার করেন না; বস্তুতয়া—বাস্তবরূপে; মনীষী—মনীষী; স্বাপ্নম্—স্বপ্নের; যথা—ঠিক যেন; উত্থায়—জেগে উঠে; তিরোদধানম্—যা তিরোহিত হতে চলেছে।

অনুবাদ

আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি কখনও কখনও অশুদ্ধ বস্তু বা কার্যকলাপ দর্শন করলেও সেটিকে বাস্তব বলে মনে করেন না। নিদ্রা থেকে জেগে উঠে মানুষ তার অস্পষ্ট স্বপ্নকে যেভাবে দর্শন করে, ঠিক সেইভাবে জ্ঞানী ব্যক্তি তার্কিক জ্ঞানের মাধ্যমে অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে মায়াময়, জড় দ্বন্দ্ব ভিত্তিক, বাস্তবতা থেকে ভিন্ন এবং বিরোধী রূপে দর্শন করে।

তাৎপর্য

জ্ঞানী ব্যক্তি স্বপ্নের অভিজ্ঞতা এবং তাঁর বাস্তব জীবনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। তেমনই, *মনীষী* বা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, স্পষ্টরূপে অনুভব করতে পারেন যে, কলুষিত জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু হচ্ছে ভগবানের মায়াশক্তি সৃষ্ট, আর তা যথার্থ বাস্তব নয়। এটিই হচ্ছে উপলব্ধ বুদ্ধির ব্যবহারিক পরীক্ষা।

শ্লোক ৩৩

পূর্বং গৃহীতং গুণকর্মচিত্রম্-
অজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ ।
নিবর্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব
ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা ॥ ৩৩ ॥

পূর্বম্—পূর্বে; গৃহীতম্—গৃহীত; গুণ—প্রকৃতির গুণাবলী; কর্ম—কর্মের দ্বারা; চিত্রম্—বৈচিত্র্য সম্পন্ন; অজ্ঞানম্—অজ্ঞতা; আত্মনি—আত্মার উপর; অবিবিক্তম্—অভিন্নরূপে প্রতিভাত; অঙ্গ—প্রিয় উদ্ধব; নিবর্ততে—নিবৃত্ত হয়; তৎ—সেই; পুনঃ—পুনরায়; ঈক্ষয়া—জ্ঞানের দ্বারা; এব—কেবল; ন গৃহ্যতে—গ্রহণ করা হয়নি; ন—অথবা নয়; অপি—বস্তুত; বিসৃজ্য—পরিত্যক্ত হয়ে; আত্মা—আত্মা।

অনুবাদ

প্রকৃতির গুণের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বহুরূপে বিস্তৃত অবিদ্যাকে বদ্ধজীবেরা ভুল ক্রমে আত্মার মতোই ভেবে তা গ্রহণ করে। কিন্তু হে উদ্ধব, পারমার্থিক জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে মুক্তির সময় সেই একই অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, নিত্য আত্মা কখনও গৃহীত বা পরিত্যক্ত হয় না।

তাৎপর্য

নিত্য আত্মা কখনও জড় উপাধির মতো গৃহীত বা আরোপিত অথবা প্রত্যাখ্যাত হয় না। *ভগবদ্গীতায়* ব্যাখ্যা করা হয়েছে আত্মা নিত্যকালের জন্য একই থাকে, তার কোন পরিবর্তন হয় না। পূর্বের সকাম কর্মের ফল অনুসারে প্রকৃতির গুণগুলি

স্থূল জড় দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সৃষ্টি করে, আর সেই সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম দেহ আত্মার উপর আরোপিত হয়। এইভাবে নিত্য বস্তু আত্মাকে জীব কখনও গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। বরং তার উচিত পারমার্থিক জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে জড় চেতনার স্থূল অজ্ঞতা পরিত্যাগ করা, সেই কথাই এখানে সূচিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং
তমো নিহন্যান্ন তু সদ্বিধত্তে ।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে
হন্যাৎ তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥ ৩৪ ॥

যথা—যেমন; হি—বস্তুত; ভানোঃ—সূর্যের; উদয়ঃ—উদয়; নৃ—মানুষ; চক্ষুষাম্—চোখের; তমঃ—অন্ধকার; নিহন্যাৎ—ধ্বংস করে; ন—না; তু—কিন্তু; সৎ—নিত্যবস্তু; বিধত্তে—সৃষ্টি করে; এবম্—তেমনই; সমীক্ষা—পূর্ণ-উপলব্ধি; নিপুণা—সমর্থ; সতী—সত্য; মে—আমার; হন্যাৎ—ধ্বংস করে; তমিস্রম্—অন্ধকার; পুরুষস্য—মানুষের; বুদ্ধেঃ—বুদ্ধিতে।

অনুবাদ

সূর্য উদিত হয়ে মানুষের চোখকে আবৃতকারী অন্ধকার বিদূরীত করে, কিন্তু তাদের সম্মুখের দৃশ্যবস্তুগুলি সৃষ্টি করে না, বাস্তবে সেগুলি আগে থেকেই ছিল। তেমনই, আমার সম্বন্ধে সমর্থ এবং বাস্তব উপলব্ধি মানুষের যথার্থ চেতনা আচ্ছাদনকারী অন্ধকারকে বিধ্বস্ত করে।

শ্লোক ৩৫

এষ স্বয়ংজ্যোতিরজোঽপ্রমেয়ো
মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ ।
একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে
যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ॥ ৩৫ ॥

এষঃ—এই (পরমাত্মা); স্বয়ম্-জ্যোতিঃ—স্বয়ং উদ্ভাসিত; অজঃ—অজ; অপ্রমেয়ঃ—অপরিমেয়; মহা-অনুভূতিঃ—পূর্ণ দিব্য চেতনা; সকল-অনুভূতিঃ—সর্ব-সচেতন; একঃ—এক; অদ্বিতীয়ঃ—অদ্বিতীয়; বচসাম্ বিরামে—জড়বাক্যে সমাপ্ত হলেই (উপলব্ধ হয়); যেন—যার দ্বারা; ঈষিতাঃ—বাধ্য হয়ে; বাক্—বাক্য; অসবঃ—এবং প্রাণবায়ু; চরন্তি—বিচরণ করে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং উদ্ভাসিত, অজ এবং অপরিমেয়। তিনি হচ্ছেন পবিত্র দিব্য চেতনা এবং সমস্ত কিছু অনুভব করেন। তিনি অদ্বিতীয়, প্রজল্প বন্ধ করার পরই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর শক্তিতে বাকশক্তি এবং প্রাণবায়ু গতি প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন স্বয়ং উদ্ভাসিত, স্বপ্রকাশ, পক্ষান্তরে একক জীবাত্মা তাঁর দ্বারা অভিব্যক্ত। ভগবান হচ্ছেন অজ, কিন্তু জীবাত্মা জড় উপাধির আবরণের জন্য বদ্ধ জীবনে জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান অপরিমেয়, সর্বব্যাপ্ত, পক্ষান্তরে জীবাত্মা হচ্ছে বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ। পরমেশ্বর হচ্ছেন *মহানুভূতি*, সমগ্র চেতনা, কিন্তু জীবাত্মা হচ্ছে ক্ষুদ্র চিৎকণা। ভগবান হচ্ছেন *সকলানুভূতি*, সর্বজ্ঞ, কিন্তু জীবাত্মা নিজের সীমিত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেই সচেতন। পরমেশ্বর হচ্ছেন এক, কিন্তু জীবাত্মা অসংখ্য। ভগবান এবং আমাদের মধ্যে এই সমস্ত বৈপরীত্যের কথা চিন্তা করে মূর্খ বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের মতো আমাদের সময়ের অপচয় করা উচিত নয়, কেননা তারা তাদের নগণ্য মনগড়া চিন্তা আর বাক্যবিন্যাস করে পৃথিবীর উৎস খুঁজে পেতে সংগ্রাম করছে। কেউ হয়ত জড় গবেষণার মাধ্যমে জড়াপ্রকৃতির কিছু স্থূল সূত্র আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এরূপ নগণ্য প্রচেষ্টার দ্বারা পরম সত্যকে লাভ করার কোনরূপ সম্ভাবনা আশা করা যায় না।

শ্লোক ৩৬

এতাবানাত্মসম্মোহো যদ্বিকল্পস্তু কেবলে ।
আত্মন্যৃতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি ॥ ৩৬ ॥

এতাবান্—যা কিছুই; **আত্ম**—আত্মার; **সম্মোহঃ**—সম্মোহন; **যৎ**—যেটি; **বিকল্পঃ**—দ্বন্দ্বভাব; **তু**—কিন্তু; **কেবলে**—অদ্বিতীয়; **আত্মন্**—আত্মাতে; **ঋতে**—ব্যতীত; **স্বম্**—সেইটি; **আত্মানম্**—আত্মা; **অবলম্বঃ**—ভিত্তি; **ন**—নেই; **যস্য**—যার (দ্বন্দ্ব); **হি**—বস্তুত।

অনুবাদ

যা কিছু আপেক্ষিক দ্বন্দ্ব নিজের মধ্যে অনুভূত হয়, তা কেবল মনের বিভ্রান্তি। বস্তুত এইরূপ সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিজের আত্মা ব্যতীত ভিত্তিহীন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ৩৩-তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রতিটি জীব নিত্য-বাস্তব-বস্তু হওয়ার জন্য, সেই নিত্য আত্মার গ্রহণ বা পরিত্যাগ নেই। *বিকল্প*, অথবা

"দ্বন্দ্ব" শব্দটি এখানে, চিন্ময় আত্মা আংশিকভাবে জড়ের দ্বারা সৃষ্ট স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সমন্বিত, এই ভুল ধারণাকে সূচিত করে। এইভাবে মূর্খ লোকেরা জড় দেহ এবং মনকে আত্মার অন্তর্নিহিত অথবা মৌলিক উপাদান বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা হচ্ছে শুদ্ধ চিৎ বস্তু, তাতে জড়ের লেশমাত্র নেই। অতএব, মিথ্যা জড় পরিচিতির দ্বারা উৎপন্ন মিথ্যা অহংকার হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় আত্মার উপর আরোপিত মিথ্যা পরিচিতি। অহংকারবোধ, অথবা "আমি"—অন্যভাবে বলা যায়, নিজের একক পরিচিতিবোধ আসে আত্মা থেকে, কেননা এরূপ আত্মচেতনার আর অন্য কোন সম্ভাব্য ভিত্তি নেই। নিজের মিথ্যা অহংবোধকে খুঁটিয়ে দেখলে, আমরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি যে, শুদ্ধ অহংকারের অস্তিত্ব বর্তমান; যা অভিব্যক্ত হয় *অহং ব্রহ্মাস্মি*, "আমি শুদ্ধ চিন্ময় আত্মা" শব্দের দ্বারা। একইভাবে আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, একজন পরম চিন্ময় আত্মা পুরুষোত্তম ভগবান বর্তমান, যিনি হচ্ছেন সমস্ত কিছুর সর্বজ্ঞ নিয়ামক। ভগবান এখানে বর্ণনা করেছেন, কৃষ্ণভাবনামৃতে এইরূপ উপলব্ধি যথার্থ জ্ঞানসমন্বিত।

শ্লোক ৩৭

যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতম্ ।
ব্যর্থেনাপ্যর্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্ ॥ ৩৭ ॥

যৎ—যে; **নাম**—নামে; **আকৃতিভিঃ**—এবং রূপ; **গ্রাহ্যম্**—অনুভূত; **পঞ্চবর্ণম্**—পাঁচটি জড় উপাদান সমন্বিত; **অবাধিতম্**—অস্বীকার্য; **ব্যর্থেন**—ব্যর্থতায়; **অপি**—বস্তুত; **অর্থবাদঃ**—কাল্পনিক ভাষ্য; **অয়ম্**—এই; **দ্বয়ম্**—দ্বন্দ্ব; **পণ্ডিত-মানিনাম্**—তথাকথিত পণ্ডিতদের।

অনুবাদ

কেবল নাম এবং রূপ অনুসারে পাঁচটি জড় উপাদানের দ্বৈতভাব অনুভূত হয়। যারা বলে, এই দ্বৈতভাব বাস্তব, তারা হচ্ছে তথাকথিত পণ্ডিত, তারা কেবল বাস্তব ভিত্তিহীন, বৃথা কাল্পনিক তত্ত্বের প্রস্তাব করছে।

তাৎপর্য

জড় নাম এবং রূপ সৃষ্টি এবং বিনাশশীল, স্থায়ী অস্তিত্বহীন, আর তেমনই তা বাস্তবতার অত্যাবশ্যক মৌলিক নীতি সমন্বিত নয়। জড় জগৎ হচ্ছে ভগবানের শক্তির বিভিন্ন পরিবর্তন সমন্বিত। ভগবান বাস্তব আর তাঁর শক্তিও বাস্তব, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী অথবা ঘটনাক্রমে উদ্ভূত বিশেষ কোন রূপ এবং নামের কোন অন্তিম বাস্তবতা নেই। বদ্ধজীব যখন নিজেকে জড় অথবা জড় আর চিদ্বস্তুর মিশ্রণ বলে

কল্পনা করে, তখনই স্থূল অজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। কোন কোন দার্শনিক যুক্তি দেখায় যে, জড়ের সংসর্গে নিত্য আত্মা স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয় এবং মিথ্যা অহংকার হচ্ছে আত্মার নতুন এবং স্থায়ী বাস্তবতার দ্যোতক। শ্রীল জীব গোস্বামী তার উত্তরে বলেছেন চিদ্বস্তু হচ্ছে চেতন, ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, আর জড় হচ্ছে নিকৃষ্ট, ভগবানের অচেতন শক্তি, আর ঐ শক্তি দুটি আলো এবং অন্ধকারের মতো বিপরীত গুণাবলী সমন্বিত। উৎকৃষ্ট জীবসত্তা এবং নিকৃষ্ট জড়ের পক্ষে একীভূত হয়ে মিশ্র অবস্থায় থাকা অসম্ভব, কেননা তারা চিরকালই বিপরীত এবং বিষম বৈশিষ্ট্য সমন্বিত। জড় এবং চিদ্বস্তুর মিশ্রণের মতিভ্রমকে বলে মায়া, তা বিশেষত মিথ্যা অহংকাররূপে প্রকাশিত হয়, যা মায়াসৃষ্ট বিশেষ জড় দেহ অথবা মনের মাধ্যমে পরিচিতি প্রদান করে। স্থূল অজ্ঞতায় নিমজ্জিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকরা কোনভাবেই যথার্থ বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক হতে পারে না। স্বয়ং ভগবান সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান বা আগ্রহশূন্য আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা মূর্খের মতো ভগবানের জড়া শক্তির মধ্যে নাক গলায়, পারমার্থিক আত্মচেতনার সরল মাপকাঠিতে হিসাব করলে দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা যাবে এদের অধিকাংশই অযোগ্য।

শ্লোক ৩৮

যোগিনোঽপক্বযোগস্য যুঞ্জতঃ কায় উত্থিতৈঃ ।
উপসর্গৈর্বিহন্যেত তত্রায়ং বিহিতো বিধিঃ ॥ ৩৮ ॥

যোগিনঃ—যোগীর; **অপক্বযোগস্য**—যিনি যোগাভ্যাসে অপক্ব; **যুঞ্জতঃ**—নিয়োজিত হতে চেষ্টা করছেন; **কায়ঃ**—শরীর; **উত্থিতৈঃ**—উদ্ভূত; **উপসর্গৈঃ**—বিঘ্নের দ্বারা; **বিহন্যেত**—হতাশ হতে পারেন; **তত্র**—সেই ক্ষেত্রে; **অয়ম্**—এই; **বিহিতঃ**—অনুমোদিত; **বিধিঃ**—পদ্ধতি।

অনুবাদ

অনুশীলনে প্রচেষ্টাশীল অপক্ব যোগীর ভৌতিক শরীর কখনও কখনও বিভিন্নভাবে রোগাদির দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সেইজন্য এই পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে।

তাৎপর্য

জ্ঞানানুশীলনের পদ্ধতি বর্ণনা করার পর, যে যোগীদের শরীর হয়তো ব্যাধি অথবা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার জন্য বিঘ্নিত হতে পারে, তাদের জন্য ভগবান এখন উপদেশ প্রদান করছেন। যে সমস্ত নিকৃষ্টযোগী তাদের দেহ এবং দৈহিক কসরতের প্রতি আসক্ত, তাদের উপলব্ধি প্রায়ই অসম্পূর্ণ আর তাই ভগবান তাদেরকে কিছু সহায়তা প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৩৯

যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্ধারণান্বিতৈঃ ।
তপোমন্ত্রৌষধৈঃ কাংশ্চিদুপসর্গান্ বিনির্দহেৎ ॥ ৩৯ ॥

যোগধারণয়া—যৌগিক ধ্যানের দ্বারা; **কাংশ্চিৎ**—কিছু বিঘ্ন; **আসনৈঃ**—অনুমোদিত আসনের দ্বারা; **ধারণা-অন্বিতৈঃ**—সংযত শ্বাসের উপর ধ্যান সহযোগে; **তপঃ**—বিশেষ বিশেষ তপস্যার দ্বারা; **মন্ত্র**—যাদুমন্ত্র, **ওষধৈঃ**—এবং ঔষধির দ্বারা; **কাংশ্চিৎ**—কিছু; **উপসর্গান্**—উপদ্রব; **বিনির্দহেৎ**—নির্মূল করা যাবে।

অনুবাদ

এই সমস্ত প্রতিবন্ধকের কিছু কিছু সমস্যা যৌগিক ধ্যান বা আসনের দ্বারা শ্বাস নিয়ন্ত্রণের উপর ধ্যান অভ্যাসের মাধ্যমে, এবং অন্যান্যগুলিকে বিশেষ বিশেষ তপস্যা, মন্ত্র অথবা ঔষধির দ্বারা দূরীভূত করা যায়।

শ্লোক ৪০

কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসঙ্কীর্তনাদিভিঃ ।
যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যা বা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ ॥ ৪০ ॥

কাংশ্চিৎ—কিছু; **মম**—আমার; **অনুধ্যানেন**—অনুধ্যানের দ্বারা; **নাম**—পবিত্র নামের; **সংকীর্তন**—সংকীর্তনের দ্বারা; **আদিভিঃ**—এবং ইত্যাদি; **যোগ-ঈশ্বর**—মহান যোগ শিক্ষকগণের; **অনুবৃত্ত্যা**—পদাঙ্ক অনুসরণের দ্বারা; **বা**—বা; **হন্যাৎ**—ধ্বংস হতে পারে; **অশুভ-দান**—(প্রতিবন্ধক সকল) যা অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে।

অনুবাদ

প্রতিনিয়ত আমার স্মরণ করে, আমার পবিত্র নাম সংকীর্তন এবং শ্রবণ করার মাধ্যমে, অথবা মহান যোগ শিক্ষকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই অশুভ প্রতিবন্ধকতাগুলিকে ধীরে ধীরে অপসারণ করা যাবে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার মাধ্যমে কাম বাসনা এবং অন্যান্য মানসিক অসুবিধাগুলি থেকে এবং মহান পরমার্থবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা আমাদের ভণ্ডামি, মিথ্যাগর্ব এবং অন্যান্য ধরনের মানসিক বৈষম্য থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৪১

কেচিদ্দেহমিমং ধীরাঃ সুকল্পং বয়সি স্থিরম্ ।
বিধায় বিবিধোপায়ৈরথ যুঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে ॥ ৪১ ॥

কেচিৎ—কেউ কেউ; **দেহম্**—জড় দেহ; **ইমম্**—এই; **ধীরাঃ**—আত্মসংযত; **সুকল্পম্**—উপযুক্ত; **বয়সি**—যৌবনে; **স্থিরম্**—স্থির; **বিধায়**—করে; **বিবিধঃ**—বিবিধ; **উপায়ৈঃ**—উপায়; **অথ**—এইভাবে; **যুঞ্জন্তি**—নিয়োজিত করে; **সিদ্ধয়ে**—জাগতিক সিদ্ধি লাভের জন্য।

অনুবাদ

কোন কোন যোগী বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের দেহকে ব্যাধি এবং বার্ধক্য মুক্ত করে সর্বদাই যৌবন সম্পন্ন রাখে। এইভাবে তারা জাগতিক অলৌকিক সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে যোগাভ্যাসে রত হয়।

তাৎপর্য

এখানে যে পন্থা বর্ণিত হয়েছে, তা জড় বাসনা পূরণের জন্য উদ্দিষ্ট, দিব্য জ্ঞানে উপনীত করার জন্য নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের মতে, এই পন্থাকে ভগবদ্ভক্তি বলে গ্রহণ করা যাবে না। এত সমস্ত অলৌকিক সিদ্ধি সত্ত্বেও অবশেষে জড় দেহের মৃত্যু হবে। কৃষ্ণভক্তির দিব্য স্তরেই কেবল যথার্থ নিত্য যৌবন এবং পরম সুখ লাভ করা যায়।

শ্লোক ৪২

ন হি তৎ কুশলাদৃত্যং তদায়াসো হ্যপার্থকঃ ।
অন্তবত্ত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ ॥ ৪২ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **তৎ**—সেই; **কুশল**—সেই সমস্ত দিব্যজ্ঞানের কৌশলে; **আদৃত্যম্**—শ্রদ্ধা করা যাবে; **তৎ**—সেটির; **আয়াসঃ**—প্রচেষ্টা; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **অপার্থকঃ**—অনর্থক; **অন্ত-বত্ত্বাৎ**—বিনাশশীল হওয়ার জন্য; **শরীরস্য**—জড় দেহের ক্ষেত্রে; **ফলস্য**—ফলের; **ইব**—ঠিক যেমন; **বনস্পতেঃ**—বৃক্ষের।

অনুবাদ

যারা দিব্যজ্ঞানে পণ্ডিত, তারা এইরূপ দৈহিক অলৌকিক সিদ্ধিকে ততবেশি মূল্য দেয় না। বাস্তবে, তারা এইরূপ সিদ্ধির প্রচেষ্টাকে অনর্থক বলে মনে করে, কেননা আত্মা হচ্ছে বৃক্ষের মতো স্থায়ী, আর দেহটি হচ্ছে সেই বৃক্ষের বিনাশশীল ফলের মতো।

তাৎপর্য

এখানে যে বৃক্ষের দৃষ্টান্তটি প্রদান করা হয়েছে, তা ঋতু অনুসারে ফল প্রদান করে। ফল খুব অল্প সময়ের জন্য থাকে, কিন্তু বৃক্ষটি হয়তো হাজার হাজার বৎসর ধরে থাকতে পারে। তদ্রূপ, চিন্ময় আত্মা নিত্য, কিন্তু জড় দেহটিকে যথাসম্ভব দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করলেও, তা হিসার মতো সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দেহকে কখনও নিত্য বর্তমান চিন্ময় আত্মার সম পর্যায়ে হিসাব করা যায় না। যাঁরা যথার্থ বুদ্ধিমান, যাঁদের যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞান রয়েছে, তাঁরা কিন্তু অলৌকিক জড় সিদ্ধির প্রতি আগ্রহী নন।

শ্লোক ৪৩

যোগং নিষেবতো নিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ ।
তচ্ছ্রদ্দধ্যান্ন মতিমান্ যোগমুৎসৃজ্য মৎপরঃ ॥ ৪৩ ॥

যোগম্—যোগাভ্যাস; **নিষেবতঃ**—যিনি সম্পাদন করছেন; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **কায়ঃ**—জড় শরীর; **চেৎ**—এমনকি যদি; **কল্পতাম্**—যোগ্যতা; **ইয়াৎ**—লাভ করে; **তৎ**—তাতে; **শ্রদ্দধ্যাৎ**—শ্রদ্ধা জন্মায়; **ন**—করে না; **মতিমান্**—বুদ্ধিমান; **যোগম্**—অলৌকিক যোগ পদ্ধতি; **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ করে; **মৎ-পরঃ**—আমা পরায়ণ ভক্ত।

অনুবাদ

বিভিন্ন প্রকার যোগ পদ্ধতির দ্বারা ভৌতিক দেহের উন্নতি হলেও আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যোগ পদ্ধতির মাধ্যমে ভৌতিক দেহকে সিদ্ধ করার বিষয়ে কোনরূপ আস্থা স্থাপন করে না, আর বাস্তবে, সে এই সমস্ত পদ্ধতি পরিত্যাগ করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য-কীর্তন করে অনর্থক উদ্বেগ থেকে মুক্ত জীবনে, নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, আর উপাদেয় কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন করে, তাঁর দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখেন। ভক্ত অসুস্থ হলে তিনি সাধারণভাবে চিকিৎসা করান, কিন্তু তার বাইরে তথাকথিত যোগাভ্যাসের নামে মনকে ভৌতিক দেহে মগ্ন করার প্রয়োজন হয় না। সর্বোপরি ভগবৎ নির্দিষ্ট গতি আমাদের মেনে নিতেই হবে।

শ্লোক ৪৪

যোগচর্যামিমাং যোগী বিচরন্ মদপাশ্রয়ঃ ।
নান্তরায়ৈর্বিহন্যেত নিঃস্পৃহঃ স্বসুখানুভূঃ ॥ ৪৪ ॥

যোগ-চর্যাম্—অনুমোদিত যোগ পদ্ধতি; **ইমাম্**—এই; **যোগী**—অনুশীলনকারী; **বিচরন্**—সম্পাদন করে; **মৎ-অপাশ্রয়ঃ**—আমার আশ্রয় গ্রহণ করে; **ন**—না; **অন্তরায়ৈঃ**—প্রতিবন্ধকতার দ্বারা; **বিহন্যেত**—বিরত হয়; **নিঃস্পৃহঃ**—আকাঙ্ক্ষামুক্ত; **স্ব**—আত্মার; **সুখ**—সুখ; **অনুভূঃ**—অনুভূতি।

অনুবাদ

আমার আশ্রয় গ্রহণ করে আকাঙ্ক্ষামুক্ত যোগী অন্তরে আত্মসুখ অনুভব করে। এইভাবে যোগ পদ্ধতি অনুশীলন কালে, অন্তরায়ের দ্বারা কখনও সে পরাভূত হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে সর্বোপরি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে মুক্তির প্রকৃত উপায়—এই উপসংহার টেনে পরমেশ্বর ভগবান উদ্ধবের নিকট সমস্ত উপনিষদের নির্যাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এই ব্যাপারে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর জোর দিয়ে বলেছেন যে, হঠযোগী এবং রাজযোগীরা তাঁদের নির্দিষ্ট মার্গে অগ্রগতি লাভের চেষ্টা করলেও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে প্রায় সময়ই তাঁরা তাঁদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন। যিনি পরমেশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, স্বধাম, ভগবদ্ রাজ্যে গমন পথে তিনি অবশ্যই জয়ী হবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'জ্ঞানযোগ' নামক অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।